POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا
فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ
وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

এবং যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(আলে ইমরান: ৮৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 36

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 5 Sep, 2024 1 রবিউল আওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ- তা অমুসলিমের হলেও।

১৩১১) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হল। নবী (সা.) তার জন্য উঠে দাঁড়ালেন আর আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। আমরা বললাম, রসুলুল্লাহ্! এটি তো ইহুদীর জানাযা। নবী (সা.) বললেন: যখন তোমরা কোন জানাযা দেখ, তখন উঠে দাঁড়াও।

১৩১২) আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত সোহেল বিন হানিফ (রা.) এবং হযরত কায়েস বিন সাআদ (রা.) দুজনে কাদসিয়ায় বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে লোকেরা জানাযা নিয়ে যায়। তাঁরা উভয়ে উঠে দাঁড়ান। তাঁদের বলা হয় যে এই জানাযাটি এদেশের বাসিন্দা অর্থাৎ-জিম্মিদের। তাঁরা বললেন, নবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হয়েছিল আর তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে বলা হয় যে সেটি ইহুদী ব্যক্তির মৃতদেহ ছিল। তিনি বলেন: তার কি আত্মা নেই?

নাজাশি বাদশহার মৃত্যু সংবাদ সেই দিনই আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন। আঁ হযরত (সা.) তাঁর জানাযা গায়েব পড়ান।

১৩১৮) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবাদেরকে নাজাশী বাদশাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ দেন। অতঃপর তিনি এগিয়ে যান আর সাহাবাগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। অতঃপর তিনি চারটি তকবীর উচ্চারণ করেন।

(সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১২ই জুলাই ২০২৪
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

ধর্মের জন্য বেদনা অনুভব করা অনেক বড় বিষয়, যা একজন মানুষকে মৃত্যু যন্ত্রণায় সম্মান দান করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন হয়ো না

যোহরের পরে আসরে জীবিত থাকবে কি না সে কথা কেউ কিভাবে জানবে? অনেক সময় এমনটা হয় যে, হঠাৎ করে শরীরে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া ব্যহত হয়ে মানুষের প্রাণ চলে যায়। অনেক সময় সুস্থ সবল মানুষ মারা যায়। উজির মহম্মদ হোসেন খাঁ সাহেব টাটকা হাওয়া খেয়ে ফিরেছিলেন আর খুশি মনে সিড়ি আরোহন করছিলেন। দুই-একটি সিঁড়ি চড়া হতে না হতেই তাঁর মাথা ঘুরে যায়, তিনি সেখানেই বসে পড়েন। সেবক জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি আমার সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়াবেন?তিনি বললেন, না, এরপর তিনি আবার দুই-তিন ধাপ ওঠেন। আবার মাথা ঘুরে যায় আর সেই সাথেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। অনুরূপভাবে গোলাম মহীউদ্দীন কোতলী কাশ্মীরি হঠাৎ করে মারা গেল। মোটকথা মৃত্যুর আগমণের কোন সময় সম্পর্কে জানা নেই যে, তা কখন আসবে। এই জন্যই এর থেকে উদাসীন থাকা উচিত নয়। ধর্মের জন্য বেদনা অনুভব করা অনেক বড় বিষয়, যা একজন মানুষকে মৃত্যু যন্ত্রণায় সম্মান দান করে। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ (আলহজ্জ-২) সাআত বলতে কিয়ামতকেও বোঝানো হবে, আমি একথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু এখানে মৃত্যু যন্ত্রণাকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, মৃত্যুই সেই মুহূর্ত যখন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মানুষ তখন নিজের প্রিয়জন ও ভালবাসার বস্তু থেকে সহসায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।আর অদ্ভুত আলোড়ন তার মধ্যে ক্রীয়াশীল হয়। যদিও ভিতর ভিতর সে এক প্রকার বাঁধনের মধ্যে থাকে। এই কারণেই মৃত্যু সম্পর্কে ভাবিত থাকার মধ্যেই মানুষের সকল সৌভাগ্য নিহিত। আর এই জগত এবং এর কল্যাণসমূহ যেন তার এমন প্রিয় বস্তুতে পরিণত না হয় যা শেষ মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় কষ্টের কারণ হয়।

কুরআন করীম এই বিষয়টিকে এই আয়াতে বর্ণনা করেছে- اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (আন ফাল: ২৯)

'আমওয়ালুকুম' শব্দে মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত। মহিলারা যেহেতু পর্দার অন্তরালে থাকে, এই কারণে তাদের নামও পর্দাই রাখা হয়েছে।আর এই জন্যও যে মহিলাদেরকে পুরুষরা সম্পদ ব্যয় করে নিয়ে আসে। এখানে 'মাল' (সম্পদ) শব্দটি 'মায়েল' থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ যার দিকে প্রকৃতিগতভাবে মনোযোগ যায় এবং যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। মহিলাদের প্রতিও মানুষ যেহেতু স্বভাবজাতভাবেই আকৃষ্ট হয়, এই কারণে তাদেরকে 'মাল' বা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ... বস্তুত 'মাল' বলতে كُلُّ مَا يَمِيْلُ اِلَيْهِ الْقَلْبُ বোঝানো হয়েছে। সন্তানদের কথা এই কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ নিজ সন্তানকে কলেজার টুকরো এবং নিজের উত্তরাধিকারী মনে করে।

তওদীদের বিপরীতে শিরক করার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে উঁচ্চ স্থান থেকে পতিত হয় এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সেই টুকরোগুলি দূর দূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

৮ম: শিরকের অষ্টম প্রকার হল কোন বস্তু , যা খোদা তা'লার প্রকৃতির নিয়ম কোন কাজ করার শক্তি দেয় নি, তার সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, সে অমুক কাজ করবে।যেমন, খোদা তা'লা কুরআন করীমে নিজেকে 'আসসামী' অর্থাৎ সর্বশ্রোতা আখ্যায়িত করেছেন। যার অর্থ হল, তিনি সম্পূর্ণভাবে মানুষের দোয়াসমূহ শোনেন এবং তাদের চাহিদাবলী পূর্ণ করেন। অর্থাৎ দূরত্ব ও সময় তার উপর কোনও প্রভাব ফেলে না। যদি কোন ব্যক্তি খোদা তা'লার নিকট দোয়া করার পরিবর্তে মৃতদের কবরে গিয়ে তাদের কাছে নিজের চাহিদা উপস্থাপন করে, তবে সেটা শিরক। কেননা, সে এক্ষেত্রে খোদা তা'লা-র সর্বশ্রোতা গুণের সাথে মৃতদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছে। অথচ কুরআন করীম স্পষ্টভাবে এটি প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন বলা হয়েছে-

"আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া তারা যে সব মিথ্যা উপাস্যদেরকে নিজেদের সাহায্যের জন্য ডাকে,তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তাদেরকে অন্যদের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা সকলে মৃত, জীবিত নয়। আর তারা এটাও জানে না যে, তাদেরকে কবে পুনরায় উত্থিত করা হবে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের এই চিন্তাধারার খণ্ডন করেছেন যে, তদের উপাস্যরাও হৃদয়ের গোপন সংবাদ জানে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা। যে স্রষ্টা সেই নিজ সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ এবং তার চাহিদাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কিন্তু তোমরা যাদের প্রার্থনা কর, সেগুলি নিজেই সৃষ্টি, তারা নিজেরাও জানে না যে, কবে তাদের পুনরুত্থান ঘটবে। তাদের পরিণতিও অন্যের হাতে। (ক্রমশ...)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

অতিথিদের অভিমত

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ চলাকালীনই ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদর অনারেবল মার্টিন স্কুলযও সভাকক্ষে প্রবেশ করেন এবং মঞ্চে হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি হুযুর আনোয়ারের ভাষণের শেষাংশ শোনেন এবং হুযুরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

হুযুর আনোয়ারের ভাষণের পর অনুষ্ঠানের আয়োজক মিস্টার চার্লস টানক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন: আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনার প্রভাবশালী ভাষণ ও গভীর অর্থবহ ভাষণের জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি ভাষণে বিভিন্ন আঙ্গিকের কথা তুলে ধরেছেন। আপনি শান্তি ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইষলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন। আপনি একথারও উল্লেখ করেছেন যে, উন্নত বিশ্বের দেশগুলির উচিত দারিদ্র পীড়িত জাতি ও অনগ্রসর দেশগুলিকে সাহায্য করা। এছাড়াও আপনি সেই সব বিষয়ের দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন যা ইউরোপীয় সংঘের উপর আপতিত হয়, যেগুলি আমাদের গম্ভীরভাবে সহানুভূতি সহকারে পালন করা উচিত। আমি এ বিষয়টি নিয়ে আশ্চর্য হয়েছি যে, আপনি নির্ভকভাবে এবং সাহসিতার সাথে অভিবাসন নীতির সমস্যাবলী সম্পর্কে কথা নিজের ভাষণে কথা বলেছেন। একজন রাজনীতিক হিসেবে আমি জানি যে, এটা আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় সমস্যা।

তিনি বলেন, আমার ধারণা, পরস্পরের সাথে সমন্বয় রেখে চলা, একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া আজকের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল। আমরা এ বিষয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি যে, প্রত্যেক ধর্ম, মতবাদ এবং সম্প্রদায়ের মানুষ এগিয়ে আসুক আর ধর্মীয় উগ্রবাদের নিন্দা করুক আর মানবজাতির সমৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সচেষ্ট হোক।

এরপর হুযুর আনোয়ার দোয়া করেন এবং বলেন, আহমদীরা আমার সঙ্গে দোয়ায় অংশগ্রহণ করুক আর অন্যরা নিজেদের রীতি অনুসারে দোয়া করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ারের এই ভাষণের ফ্রেঞ্চ, জার্মানী, স্পেনিশ এবং আরবী ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই ঐতিহাসিক ভাষণটি সকল অতিথি অনেক মনোযোগ সহকারে শোনেন আর কেউই নিজের আসন ছেড়ে যায় নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) যখন ভাষণ দান করছিলেন আর ইউরোপের ত্রিশটি দেশের রাষ্ট্রনেতাগণ নিজেদের মাথা নীচু করে শুনছিলেন, সেই সময় হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক মহান নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন-

আমি জোরালো দাবি ও অবিচলতার সাথে বলছি যে, আমি সত্যের উপর আছি আর খোদার অনুগ্রহে এই কাজে আমারই জয় হবে আর যতদূর আমি নিজের দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখছি, আমি সমগ্র জগতকে আমার অধীনস্ত দেখছি।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বিপুল সংখ্যক সদস্যরাও পূর্ণ হতে দেখেছে আর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অ-আহমদীরাও প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করেছে, তাদের হৃদয় থেকে সত্য বেরিয়ে এসেছে যা প্রত্যেকের মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

কিছু সদস্যের স্বীকারুক্তি তুলে ধরা হল।

বিশপ ডক্টর আমেন হাওয়ার্ড সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শোনার জন্য এসেছিলেন। তিনি আন্তধর্মীয় সংলাপ সংগঠনের প্রতিনিধি ও জনকল্যাণকারী সংগঠন ,,,,,,,,, এর প্রতিষ্ঠাতা ও সদর। ভাষণের একদিন পূর্বে তিনি বরফে পিছলে পড়ে যান। তাঁর চোখে আঘাত লেগেছিল যার কারণে তাঁর চোখ ফুলে ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি জেনেভা থেকে ব্রাসেলস এসেছেন। প্রেস কনফারেন্স এবং হুযুর আনোয়ারের ভাষণের পর তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর খুশি চোখে পড়ার মত ছিল। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বলেন-

"এই ব্যক্তি জাদকর নন,কিন্তু তাঁর কথায় জাদুর মতই প্রভাব রয়েছে। বাচনভঙ্গি ধীর ও শান্ত, কিন্তু তাঁর মুখনিঃসৃত কথার মধ্যে অসাধারণ শক্তি, মর্যাদা ও প্রভাব রয়েছে। এমন শৌর্যপূর্ণ ব্যক্তি আমি জীবনে দেখি নি। তাঁর মত যদি তিনজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় সর্বজনীন শান্তির প্রসারে এক আশ্চর্যজনক বিপ্লব সাধিত হতে কয়েক মাস বা তার চেয়েও কম কয়েক দিনেরও কম সময় লাগবে। আর এই পৃথিবী এক শান্তি নীড়ে পরিণত হতে পারে। আমি ইসলাম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতাম না। হুযুর আনোয়ারের ভাষণ ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরো পাল্টে দিয়েছে।"

সুইজারল্যান্ড থেকে এক জাপানী জোর্গে কোহো মেলো সাহেব বৌদ্ধধর্মের ধর্মযাজক ও প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন-

"তাঁকে খোদার পক্ষ থেকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, লোকে যদি সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হত! আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, আপনি এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রিত করেছেন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তটি আমার জন্য সব থেকে মূল্যবান সময়ের মধ্যে একটি যা আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমি এখানে অন্যান্য দেশের জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গেও সাক্ষাত করার সুযোগ পেয়েছি যার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বেলজিয়াম ন্যাশনাল পার্লামেন্টের সদস্য অনারেবনল ফওয়াদ আহিদাদ প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করেন যে, হুযুর আনোয়ার এর পক্ষ থেকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণ কেবল আমার জন্যই নয়,বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গর্বের বিষয়। হুযুর আনোয়ারের ভাষণ আমাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছে।

বেলজিয়ামের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি জনাথন দিবীর সাহেব বলেন,হুযুর আনোয়ারের ভাষণ আমাকে ভিতর থেকে আলোড়িত করেছে। আমি তাঁর ভাষণ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এই ভাষণ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে।

পার্লামেন্ট সদস্য মিস্টার মাস সাহেব নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে লেখেন, আজ ইউরোপীয় পার্লামেন্টে একজন অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আগমণ ঘটেছে। হুযুর পৃথিবীর জন্য যে শান্তির বার্তা দিয়েছেন এবং আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন তার জন্য আমি হুযুরের প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞ।

পার্লামেন্ট সদস্য মিস্টার গুডফ্রে ব্লুম বলেন: আজ হুযুর আনোয়ার এর ভাষণ আমাদের আলোক দান করেছে। আমি আমার সকল বন্ধুদের পক্ষ থেকে হুযুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাল্টা থেকে আরনল্ড কাসোলা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ মাল্টায় অধ্যাপনা করেন। তিনি একজন সাহিত্যিকও বটে। ৩০টিরও বেশি বই তিনি লিখেছেন। তিনি মাল্টার তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল মাল্টা গ্রীন পার্টি-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা। বেশ কয়েক বছর তিনি মাল্টা গ্রীন পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ইতালিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ারও সম্মান লাভ করেছেন। তিনি ইউরোপিয়ান অনুষ্ঠানে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিষয়ে বলেন-

সম্মেলনের আয়োজন অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোন ধরণের ত্রুটি চোখে পড়ে নি। জামাত আহমদীয়া বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অবধারণা এবং নীতিবাক্য 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি ধারণা যা সমগ্র মানবতাকে এক স্থানে করে সমবেত করে দেয়। যাবতীয় প্রকারের ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদকে পৃথক রেখে মানবতার মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার নিশ্চয়তা দেয়।

খলীফার ভাষণ বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামকে প্রতিবিম্বিত করে। বস্তুত জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য যে শান্তি ও সহিষ্ণুতার সন্ধানে রয়েছে, তাদের জন্য আলোচনার একটা প্লাটফর্ম তৈরী করেছে। এমনকি রাজনৈতিকভঅবেও তারা এই বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরছে।"

মাল্টা থেকেই আগত আর অতিথি ইভান বারতোলো সাহেব সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। তিনি অনুষ্ঠানেক প্রযোজক এবং আয়োজক। দুই বছর পূর্বে হুযুরের লিফলেট স্কীমের কল্যাণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল। যখন তিনি সেই লিফলেট নিজের বাড়িতে পান তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন আর তিনি জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং জামাতকে নিজের অনুষ্ঠানে

(এরপর ৬ পাতায়.....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

জুমআর খুতবা

বনু মুস্তালিক এর পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা
মহরমের এই দিনগুলিতে দরূদ শরীফ ও দোয়া করার উপদেশ
বনু মুস্তালিক গোত্রের নেতা হারিস বিন আবি জারার তার জাতি ও এবং আরববাসীকে আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে এবং মদিনা থেকে প্রায় ছিয়ানব্বয় মাইল দূরত্বে একটি স্থানে সেনা সমাবেশ ঘটাতে শুরু করে।
বনু মুস্তালিক যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সংকেত বাণী ছিল 'ইয়া মনসুর, আমিত, আমিত।
বর্তমানে আহমদীদেরকে দরূদ শরীফ পাঠ করার এবং এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য বিশেষ দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার প্রতিও আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১২** জুলাই, **২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১২ ওফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আজ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে এবং এখানে হাজার হাজার লোক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে এসেছে। এ দিনগুলোতে হাদীকাতুল মাহ্দীতে একটি অস্থায়ী শহর বানানো হয়েছে যেন এ পরিবেশে পার্থিব হয়ে আমরা নিজেদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করতে পারি।

তাই এ সময়টিতে জাগতিক চাহিদার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোচ্চ লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কিছু মানবীয় প্রয়োজনীয়তাও চাহিদা থেকেই যায় যা পূরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা সামর্থানুযায়ী চেষ্টা করে থাকে। এর জন্য বিভিন্ন বিভাগ জলসার দিনগুলিতে আমাদের ব্যবস্থাপনায় অতিথিদের সেবায় নিয়োজিত থাকে এবং শত শত কর্মী স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকে।

এ ধারাবাহিকতায় প্রথমে আমি সমস্তস্বেচ্ছাসেবকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনারা নিজেদের দায়দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার চেষ্টা করুন। সর্বোত্তম উপায়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করুন। জলসার অতিথিদেরকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথি মনে করে সেবা করুন। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কারণে পুণ্যময় উদ্দেশ্য নিয়ে আসা অতিথি মনে করে সেবা করুন। তাদের প্রতি উন্নত আচরণ প্রদর্শন করুন। আপনাদের ধারণানুযায়ী যদি কোন অতিথি কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেও ফেলে তা উপেক্ষা করুন। এটিই আমাদের ঐতিহ্য। এটিই উন্নত আচরণের নমুনা। এটিই খোদা এবং তাঁর রসুলের আদেশ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন প্রতিটি দেশে অতিথিপরায়ণতা এবং উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ জামাতে আহমদীয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

জলসার দিনগুলিতে এ বিষয়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। অতএব, এখানেও প্রতিবারের ন্যায় সমস্ত কর্মীগণ সেই সকল উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন যা ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। আমি জানি যে, সমস্ত কর্মী এই আবেগ নিয়ে কাজ করে থাকে আর এবারও করবে। গতকাল কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণেও একথাই বলেছিলাম। কিন্তু পুনরায় সেই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে এবং নবাগত আহমদীদের তরবীয়তের জন্য এই কথাগুলি আমি বলছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, অতিথিদের হৃদয় কাঁচের ন্যায় (ভঙ্গুর) হয়ে থাকে; তারা আবেগপ্রবণ হয়ে থাকেন। তাই খুব ভালভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত।

সামান্য আঘাতে তারা কাঁচের ন্যায় ভেঙ্গে যায়। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৬)

অতিথিদের মন ভীষণ সংবেদনশীল হয়ে থাকে। এবং সেই ব্যক্তির জন্য অনেক সময় হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়, অনেকে ঠিকমত চিন্তা করে দেখে না যে, এটা তো কেবল সেই কর্মীর ভুল। জামাতের শিক্ষার এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যাইহোক অনেকে এতে হোঁচট খায়। অতএব অনেক বেশী মনোযোগী থাকতে হবে। যাইহোক এই কথাগুলি সেই সব লোকদের সম্পর্কে যারা নতুন এসেছে, যাদের সঠিক তরবীয়ত হয় নি বা এখনও জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কিন্তু এখানে আগমণকারী অধিকাংশই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী একথা মনে করে আসে যে, এখানে একটু আধটু অসুবিধা সহ্য করতে হবে। কিন্তু যাইহোক যেমনটি আমি বলেছি, কিছু অতিথি বাইরে থেকেও আসেন, যাদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকতে হয়, যারা এখনও জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয় নি বা যাদের সঠিক তরবীয়ত হয় নি। তাই যারা কর্মী আছেন, প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদেরকেই আমি বলছি যে, তাদের উচিত নিজেদের অতিথিদের ভালমত সেবাযত্ন করার চেষ্টা করা। ট্রাফিক, গাড়ি পার্কিং, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, পানি সরবরাহ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপোর্ট যে বিভাগেরই দায়িত্বই হোক না কেন অতিথিদের সহজতার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন।

এরপর কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অতিথিদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি কথা আছে যা আমি বলতে চাই। অতিথিদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আমি বলতে চাই যে, আপনারা এখানে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে এসেছেন এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথি হিসেবে জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছেন। পার্থিব সম্মান এবং সেবা লাভের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে সেই সমস্ত উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতি আরো সচেষ্ট হোন যা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসা উচিত। নিঃসন্দেহে জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে, যেমনটি আমি বলেছি, এই পবিত্র,কল্যাণময় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ সফরকারীদের এবং অতিথিদের সেবা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং যে সমস্ত চাহিদা থাকতে পারে জামাতের ব্যবস্থাপনা সেগুলি পূর্ণ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লার পথে ভ্রমণকারীদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি মনোযোগ খুব কমই থাকে। আর এখানে থেকে সমধিক হারে আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি থেকে উপকৃত হওয়াই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

তাই আপনারা কখনও নিজেদেরকে সেই সব ভ্রমণকারী ও অতিথিদের শ্রেণীতে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন না যারা, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জাগতিকতা। আপনারা যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তবে অতিথি সেবকদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিও আপনারা উপেক্ষা করবেন। অন্যথায় অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন অভিযোগ ওঠে যে, অমুক স্থানে অতিথিদের জন্য উন্নত ব্যবস্থা ছিল, অমুকদেরকে বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, অমুকদের সঙ্গে ভাল আচরণ হয়েছিল আর অমুকের সঙ্গে ভাল আচরণ হয় নি। তবে এক্ষেত্রে এই ধরণের কোন অভিযোগ ও আপত্তি তৈরী হবে না।

অনেক সময় অনুমানের ভুলে ব্যবস্থাপকদের কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে যায়, যেগুলি উপেক্ষা করা উচিত। যদি প্রত্যেক আগত অতিথির হৃদয়ে এমন ভাবনা ক্রীয়াশীল থাকে যে, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক খোরাক

অর্জন তাহলে অতিথি এবং আপ্যায়নকারীদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে এ দিনগুলো অতিবাহিত হবে। যইহোক আমি এটাও বলে দিচ্ছি যে, ব্যবস্থাপকদের প্রচেষ্টা সর্বদা এটিই থাকে যেন সমস্ত অতিথির সাথে সাম্যপূর্ণ আচরণ করা হয়, তথাপি কখনো কখনো কমবেশি হয়ে যায় যা অতিথিদের উপেক্ষা করা উচিত। এটিই আমাদের শিক্ষা। যেখানে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, অতিথিদের সম্মান কর, তাদের সেবাযত্ন কর, সেখানে অতিথিদেরও বলা হয়েছে যে, তোমরা অতিথিসেবকদের স্বাচ্ছন্দের বিষয়টি লক্ষ্য রেখো। যাইহোক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে অতিথিদের সম্মান করতেন এবং সেবা করতেন। আর একথাও বলতেন যে, নিজেদের চাহিদাবলীর কথা নিঃসংকোচে জানিয়ে দিও। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১২)

কিন্তু এটি হল সাধারণ দিনের কথা। জলসায় যারা অতিথি হয়ে আসতেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, সকলের জন্য অভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকবে। প্রত্যেক অতিথির একই রকম আতিথেয়তা করা উচিত যারা একই ব্যবস্থাপনার অধীনে রয়েছে আর যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত একই ধরণের ব্যবস্থা করা।

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.), ৩য় ভাগ, পৃ: ৩৯৫-৩৯৬)

জলসার দিনগুলিতে অতিথিসেবার ব্যবস্থাপনা সাধারণ দিনের ব্যবস্থাপনার চাইতে ভিন্ন হয়ে থাকে আর চেষ্টা থাকে যে, হাজার হাজার মানুষ যে এখানে এসেছেন তাদেরকে যথাসাধ্য একইরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা। কেবল ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা থাকবে অ-আহমদী ও বিদেশী অতিথিদের জন্য। তাদের কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে পৃথকভাবে ব্যবস্থাও করতে হয়। যাইহোক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অতিথিদের এত সম্মান করতেন, কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি সাধারণ দিনের অতিথিদের হৃদয়ে এটি প্রোথিত করতেন যে, আপনাদের এখানে আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, ধর্ম শেখা, নিজেদের হৃদয় মস্তিষ্ককে পবিত্র করা এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। সুতরাং এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন আর এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই অতিথিদের জলসায় আসা উচিত। এই দিনগুলিতে জলসায় আসন গ্রহণ করে জলসার প্রোগ্রাম ও বক্তৃতাসমূহ মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন।

অতিথিদের জন্য আরও কয়েকটি গতানুগতিক শিক্ষা তুলে ধরতে চাই। প্রত্যেক মুমিনের তার সময়ের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। জলসায় দূর দূরান্ত থেকে আগমনকারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাতের বাসনাও করে থাকে। এখন যেহেতু একই দেশে বসবাসকারী পরিচিত ও নিকটজনরাই বরং, আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য দেশে বসবাসকারী পরিচিত ও প্রিয়জনদের সঙ্গেও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে নিজ কৃপায় সেই জামাত দান করেছেন যারা দেশ-জাতি ও গোত্রীয় বিভক্তি ভুলে এক অসাধারণ ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারীদের এটিও একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, জামাতের ভ্রাতৃত্বে সম্পর্ক যেন সুদৃঢ় হয়। "

(শাহাদাতুল কুরআন,রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৪) আমরা যেন এক অভিন্ন জাতি সত্তায় পরিণত হই এবং এর জন্য অবশ্যই একত্রিত হওয়ারও প্রয়োজন আছে। একে অপরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়ে থাকে আর এটা জরুরীও বটে। একে অপরকে চেনা ও জানা, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এটা জরুরী। কিন্তু সারা দিন জলসার যে অনুষ্ঠান হয় সেটা অবশ্যই শোনার জন্য সময় দেওয়া উচিত আর এরপর যেটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরস্পরের সঙ্গে গল্প গুজব করা এবং সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত।

এটাও দেখা গেছে যে, কিন্তু অনেক সময় এভাবে পারস্পরিক আলোচনা ও গল্পগুজবে মত্ত থাকার কারণে গভীর রাত হয়ে যায় আর গল্পগুজবেই রাত কেটে যায়। আর তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, ফজরে উঠতেই কষ্ট হয়ে যায়।

এছাড়া অনেক সময় খাবারের পর ডাইনিংয়ে দাড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে থাকে আর এর ফলে ব্যবস্থাপকদের কষ্টের সম্মুখিন হতে হয়; আর তারা এত দীর্ঘক্ষণ গল্প গুজব করে যে,অনেক সময় কর্মীরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হয় যে, নামাযের সময় হয়েছে বা অনেক সময় হয়েছে। অনুরূপভাবে যাদের বাড়িতে অতিথি এসেছেন, তাদেরও নিশ্চয় অসুবিধা হচ্ছে। তাই ভারসাম্য বজায় রেখে চলা উচিত। বিশেষ করে অতিথিদের এ বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা উচিত যে, অতিথিসেবকদেরও নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে আর পরের বেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

মহানবী (সা.)-এর কাছে আগমনকারী অতিথিদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা বসে সময় নষ্ট করো না। খাওয়া হলে তোমরা উঠে চলে যেও। (আল আহযাব, আয়াত: ৫৪)

তাই বিশেষ করে খাওয়ার তাঁবুতে যখন বেশি ভিড় থাকে, তখন অনেক সময় পালাক্রমে খাওয়াতে হয়। তাই খাওয়ার পর দেরি না করে উঠে যাওয়া উচিত, যাতে অন্যরা তাম্বুতে প্রবেশ করতে পারে আর অনায়াসে খেতে পারে। অতএব, এই বিষয়গুলি মেনে চলা হলে কোন ধরণের অভিযোগ অনুযোগ আসবে না এবং ঝঞ্ঝাটমুক্ত পরিবেশে সমস্ত কাজ পরিচালিত হতে থাকবে।

অনুরূপভাবে যখন এত বড় সমাবেশে অনেক সময় পারস্পরিক বাকবিতন্ডা হয়ে যায়। কখনও ব্যবস্থাপনার প্রতি অভিযোগের কারণে অতিথিরা কখনও হয়তো কোন কর্মীকে কোনও কটু কথা শুনিয়ে দিল, কর্মীও তার উত্তর দিল, তখন এভাবে বিষয়টি আরও বেশি বাড়তে থাকে আর এভাবে একটা বিবাদের সূত্রপাত হয়। দু-একটি ঘটনা হলেও পরিবেশে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। অন্যরাও এতে প্রভাবিত হয়। যদি অভিযোগকারী বা কুটু কথা উচ্চারণকারী ব্যক্তি যদি স্থানীয় হয় অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের হয়, তবে বিষয়টি অনেক বেশি প্রলম্বিত হয় আর অন্য কোনও সময়ও সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শুধু এদেশেই নয়, অন্যান্য দেশেই এই বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে।

প্রকৃত মুমিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সে তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে। আর যারা বাড়াবাড়ি করে বা যাদেরকে উপর বাড়াবাড়ি করা হয়, তাদের উভয়কে আমি বলছি, জলসার পরিবেশের পবিত্রতাকে দৃষ্টিপটে রেখে একে অপরের দোষত্রুটি উপেক্ষা করুন এবং একে অপরের প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন।

যদি কারো ধারণা অনুসারে কোন কর্মীর পক্ষ থেকে কোন ভুল হয়েও যায়,তবুও ধৈর্য ও মনোবল প্রদর্শন করুন। আর কর্মীও যদি মনে করে অতিথির পক্ষ থেকে অন্যায় হয়েছে, তবু তা সত্ত্বেও নিজের ক্রোধকে তার দমন করা উচিত।

অনুরূপভাবে কার্ড চেকিং এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি রয়েছে। কেননা সিকিউরিটি চেকআপও বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত জরুরী। এ ক্ষেত্রে অনেক সতর্ককতা অবলম্বন করতে হয়। নিরাপত্তার বিভিন্ন ধাপের কারণে অনেকের কষ্টও হতে পারে এবং বিলম্বও হতে পারে। আর বিশেষকরে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি সমস্যা তৈরী করে। কেননা তাদের কাছে শিশুরাও থাকে আর তাদের শিশুদের জন্য জিনিসপত্রও বেশি থাকে। মহিলারা অনেক সময় একাধিক ব্যাগ বহন করে আর প্রতিটি ব্যাগ পরীক্ষা করতে অনেক সময় ব্যায় হয়। তাই প্রথমত মেয়েদের চেষ্টা করা উচিত, আজ যদি বেশি মালপত্র এনে থাকে তবে ঠিক আছে, কিন্তু বাইরে থেকে আসা লোকেরা যারা জলসাগাহে অবস্থান করে না, অধিকাংশ তো বাইরে থেকেই আসে, তারা যেন এরপর থেকে কম করে নিজের মালপত্র নিয়ে আসে, যাতে চেকিং এ কম সময় ব্যয় হয়। যাদের কোলে শিশু সন্তান আছে তারাও যেন কেবল শিশুদের প্রয়োজনের জিনিসপত্রগুলিই নিয়ে আসে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস যেন সঙ্গে না নিয়ে আসে। এতে অকারণ বিলম্ব হয় এবং ব্যবস্থাপকদের সময় অপচয় হয় আর মানুষেরও সময় অপচয় হয়। মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। আর তখন তারা ব্যবস্থাপকদের উপর অভিযোগ আরোপ করে। অথচ অনেক সময় জলসায় অংশগ্রহণকারীদের কারণেই বিলম্ব হয়। কেননা, যেমনটি আমি বলেছি, মানুষের মালপত্র এত বেশি থাকে যে, চেকিং এর অনেক সময় লেগে যায়।

এছাড়াও মোমেনদের জন্য মহানবী (সা.)-এর একটি নির্দেশনা হল, যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে তার সাথেও তুমি উত্তম আচরণ করো। যে তোমাকে দেয় না,তুমি তাকেও দাও। এমন যেন না হয়যে, প্রয়োজনের সময় তোমার কাজে আসে নি বলে প্রয়োজনের সময় তুমি প্রতিশোধ নিবে আর তুমিও তাকে সাহায্য করবে না। যে তোমাকে কটু কথা বলে তার প্রতিও ক্ষমাসুলভ আচরণ কর।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

অর্থাৎ, যদি কেউ কঠোরতা করেও ফেলে তাকে তিক্ত জবাব দেওয়ার পরিবর্তে তার সাথে উত্তম আচরণ করো। স্বরণ রাখতে হবে, আমরা যদি উত্তম আচরণ করি তাহলে এটি এক নীরব তবলীগের কাজ হবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমরা যেনরুকু, সেজদা ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি।

তাই এখানে তো দোষারোপ করার প্রশ্ন ওঠে না, এখানে তো একটা কর্তব্য পালনের করতে হচ্ছে যার দায়িত্ব কর্মীদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এখানে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনও কর্মীর পক্ষ থেকে কোনও ভুল হয়ে যায় বা চেকিং এ সময় বিলম্ব হয় বা কারো কার্ড-এর উপর কোন আপত্তি আসে, তবে খারাপ কিছু না ভেবে নিজের মহানুভবতা দেখানো উচিত। আঁ হযরত (সা.) যে কথাগুলি বর্ণনা করেছেন তাতে মনোবল বৃদ্ধির প্রতি নির্দেশনা রয়েছে।

তাই যদি উদারতা তৈরী হয়ে যায় তবে যাবতীয় বিবাদ ও বিসম্বাদে ইতি পড়বে। অতএব, অতিথি ও অতিথিসেবক- উভয়ের উদ্দেশ্যেই আমি বলছি যে, আপনাদের উভয় পক্ষেরই উদারতা প্রদর্শন করা কর্তব্য। যারা

চেকিং করেন,তাদেরও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, অতিথিদের জন্য যতটুকু সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব সেটা দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর এর জন্য ব্যবস্থাপকদের যদি বেশি কর্মীও নিযুক্ত করতে হলে করুন, বিশেষ করে ভিড়ের সময়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাসনা অনুসারে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করা উচিত।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:)

আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদের সম্পর্কে একথাই বর্ণনা করেছেন। অতএব, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে অর্জন করার চেষ্টা করা, যেটা রুকু, সেজদা ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন হতে পারে। এখানে যে সকল অতিথি এসেছেন, তাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের সফরকে কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্য উৎসর্গিত করার চেষ্টা করা। কর্মী এবং অতিথি, উভয়েরই স্মরণ রাখা উচিত যে, কিছু অ-আহমদী অতিথিও এখানে এসে থাকেন, অমুসলিম অতিথিরাও এসে থাকেন। অতিথি এবং অতিথিসেবক উভয়েই যদি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন,তা তা নীরব তবলীগের ভূমিকা পালন করবে। আর এর মাধ্যমে অ-আহমদীদের উপর খুব ভাল প্রভাব পড়ে থাকে। অতঃপর ইসলামের প্রতি তাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখানে আগমণকারীরা পরস্পরের মাঝে সালাম প্রদানের প্রচলন করুন, অধিক হারে সালাম আদান-প্রদান করুন। এর জন্যও বেশি করে চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এক পবিত্র দোয়া শিখিয়েছেন। যখন অতিথিসেবক এবং অতিথিরা একে অপরকে সালাম করে, তখন একদিকে যেমন তারা সকল প্রকার ভয় ও উদ্বেগমুক্ত হয়, তেমনি এটি এমন একটি দোয়া যার মাধ্যমে তারা একে অপরের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে পবিত্র ও বরকতময় দোয়া শিখিয়েছেন, সেদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিন, যাতে আমরা সর্বত্র শান্তি ও ভালবাসার প্রসারকারী হই আর আল্লাহ্ তা'লার কারণে এই পরিবেশ কেবল ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের প্রবিবেশে পরিণত হয়। আমাদের চেষ্টা করা উচিত সকল প্রকার প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেদের পবিত্র রাখা এবং এই দিনগুলিতে নিজেদের জীবনে এক বিপ্লব সাধন করার চেষ্টা করা। প্রতিটি বিষয়ে আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অতিথিদের আচরণ এতটাই উন্নত ছিল যে, আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির কারণে তাঁরা চেষ্টা করতেন কুরআন করীম-এর প্রতিটি আদেশ পালন করার। যেমনটি, কুরআন করীমের নির্দেশ হল, কোন ব্যক্তি যদি কারো বাড়িতে অতিথি হয়ে যায় আর গৃহকর্তা বলে যে, তুমি ফিরে যাও, এখন আমার সময় নেই, তাহলে খুশিমনে ফেরত চলে আসা উচিত। মন খারাপ করা উচিত নয়। এক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মানুষের বাড়িতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন যেন কেউ তাকে ফেরত যেতে বলে আর তিনি কুরআনের নির্দেশ মান্য করে খুশিমনে ফেরত চলে আসতে পারেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারেন। তিনি বলেন, কিন্তু আমি চেষ্টা করেও এমন সুযোগ কখনও পাই নি, আমাকে কেউ ফিরে যেতে বলে নি। (তফসীর দুররে মনসুর, ৫ম খণ্ড, (অনুবাদ), পৃ: ১১৬)

গৃহকর্তা তথা আপ্যায়নকারীদের যেমন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, তেমনি গুণ ছিল সেই ব্যক্তিরও যে তাদের বাড়িতে যেত। অতএব,এই মহানুভবতা থাকা উচিত। মানুষের মধ্যে যদি মহানুভবতা থাকে তবে সে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে উপেক্ষা করে।

আমি একে অপরকে সালাম করার বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখবেন-

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন সালামকে প্রচলন দেওয়ার জন্য তুমি কাউকে চেন বা না চেন সালাম কর। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-২৮)

সালামকে প্রচলন দেওয়ার জন্য তুমি কাউকে চেন বা না চেন সালাম কর। তাই যখন সালামের প্রচলন তৈরী হবে, তখন অ-আহমদী ও নবাগত আহমদীদের মনে এর একটা ভাল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে আর এই পবিত্র পরিবেশ থেকে তারা সমধিক হারে লাভবান হবে এবং ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার গুণগ্রাহী হয়ে উঠবে। আর যে সমস্ত নবাগত আহমদী এই শিক্ষা মেনে চলবে, তারা আরও ভালভাবে জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একীভূত হবে। তাদের অভিযোগ, কিছু কিছু স্থানে আমাদেরকে সমন্বিত করা হয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি। জঙ্গে মুকাদ্দাসে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি ধর্মীয় বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে একবার একটা ঘটনা ঘটে। কর্মীরা বলেন, একদিন সাহাবীরা অতিথিদের আধিক্যের কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর জন্য খাবার রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন বা তাঁকে খাবার দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। রাতের একটা অংশ কেটে গেল, অথচ তাঁকে খাবার দেওয়া হল না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তিনি এসে যখন খাবারের কথা জিজ্ঞেস করেন তখন আয়োজকরা সবাই অস্থির ও ব্যকুল হয়ে পড়ে। খাবার রাখা হয় নি। বাজারও এখনও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে আনা সম্ভব নয়। যাইহোক যখন গোটা পরিস্থিতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সামনে এল, যখন তিনি সব কিছু জানতে পারলেন, তখন তিনি (আ.) এটি দেখে বলেন, এত চিন্তার ও কষ্টের কী আছে? দস্তরখানে দেখ! যেখানে খাওয়ানো হয়েছে, সেখানে দেখ, যা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে, তাই নিয়ে এস।সেটাই যথেষ্ট হবে। সেখানে গিয়ে দস্তরখানে দেখা যায় টেবিলে শুধুমাত্র কিছু রুটির টুকরো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তরকারিও ছিল না। তিনি (আ.) বললেন, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। তিনি সেগুলো দিয়েই আহার সারলেন।

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা-হযরত ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.),৩য় খণ্ড,পৃ: ৩২২]

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সব থেকে বড় প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর সুন্নতের উপর আমল করতেন, তাঁর এইরূপ আদর্শ ছিল। তাই আমরা যারা তাঁর জামাতের অনুসারী হওয়ার দাবি করি আমাদেরও সর্বদা এরূপ ধৈর্য্য, সাহস এবং কৃতজ্ঞতাবোধ প্রদর্শন করা উচিত। এই তিন দিনে যদি কারো আতিথি সেবায় কোন প্রকার ত্রুটি থেকেও যায়, তবে তা ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখুন এবং ব্যবস্থাপকদেরকে বেশি দোষারোপ করবেন না।

ব্যবস্থাপনা তো নিজেদের কাজে আরও বেশি উন্নতি ও নৈপুণ্য আনার চেষ্টাই করে, কিন্তু অতিথিদের পক্ষ থেকেও কোন প্রকারের অভিযোগ ও অনুযোগ থাকা কাম্য নয়।

যদি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ সংশোধনের লক্ষ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় এবং কোন পরামর্শ দিতে চায়, তবে পরে কোন সময় সে নিজের পরামর্শ লিখে পাঠাতে পারে, যাতে পরের বছরগুলিতে এ বিষয়ে উন্নতি হয় আর নবাগতদের জন্যও সমধিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে।

এছাড়াও আমি এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এই দিনগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। এ বছর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)'র ইউরোপ ও যুক্তরাজ্য সফরের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। এর জন্য যুক্তরাজ্যের জামাত কেন্দ্রীয় অর্কাইভ-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যেগে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এটা হল বিভিন্ন আলোকচিত্রের প্রদর্শনী। এটা অবশ্যই দেখুন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের শত বছরের ইতিহাস সংরক্ষিত আছে। অনুরূপভাবে রিভিউ অব রিলিজিওনস এর প্রদর্শনী রয়েছে। অর্কাইভ এবং তবলীগ বিভাগের প্রদর্শনী রয়েছে। মখযানে তাসাভীর-এর প্রদর্শনী রয়েছে। এই প্রদর্শনীগুলি অবশ্যই দেখা উচিত। আমি আশা করছি, নিশ্চয় সেগুলি খুব ভালভাবে সাজানো হয়েছে। অবসর সময়ে ইতস্তত সময় নষ্ট না করে এসব প্রদর্শনীগুলি দেখার চেষ্টা করুন।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বের কোন কোন স্থানে কোভিডের আক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে। এখানেও কিছু কিছু স্থানে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে লোক এসেছে আর হতে পারে তাদের মধ্যে কেউ কোভিডের জীবাণু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এ কারণে প্রবেশপথগুলোতে প্রতিরোধস্বরূপ হোমিও ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই গেটগুলি দিয়ে যে ব্যক্তিই প্রবেশ করে, তাকে যদি ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে ওষুধ দেওয়া হয়, তবে সে যেন কোন কথা না বলে সেটা নিয়ে নেয়, বরং নিজেই যেন চেয়ে নেয়। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে যাবতীয় রোগব্যধি থেকে নিরাপদ রাখুন, যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করুন।

অনুরূপভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা আমি পূর্বেও বলেছি। এ বিষয়ে আমি প্রতি বছরই বলে থাকি যে, সব থেকে বড় নিরাপত্তা হল আমাদের দৃষ্টি, আমরা যেন ডানে-বামে লক্ষ্য রাখি আর চেষ্টা করুন যেন প্রত্যেকে অপরের প্রতি দৃষ্টি রাখে। এটিই সব থেকে বড় নিরাপত্তা। এমনটা হলে, বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুরা কোনও প্রকারের নাশকতা সৃষ্টির সুযোগ পাবে না।

অনুরূপভাবে অপ্রয়োজনীয় ব্যাগপত্র বা কোন অনাকাঙ্খিত বস্তু কোথাও পড়ে থাকতে দেখলে ব্যবস্থাপনাকে খবর দিন আর যদি কোন ব্যক্তির সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন, তবে সেটা ব্যবস্থাপকদের বলুন। যাই হোক এই দিনগুলিতে নিরাপত্তার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিন। কিন্তু আমাদের কাছে সব থেকে বড় অস্ত্র হল খোদার আশ্রয় আর সেই আশ্রয় লাভের জন্য দোয়া ও যিকরে ইলাহির প্রতি আমাদের জোর দেওয়া উচিত। বিশেষ করে তিন দিনে এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের তৌফিক দিন, আপনারা যেন এর উপর আমলকারী হন আর এই জলসা সার্বিকভাবে সকলের জন্য বরকতমণ্ডিত হয়। (সৌজন্যে: আল ফজল, ইন্ট্যারন্যাশনাল, ১৬ই আগস্ট, ২০২৪৪)

সাক্ষাতকারের আমন্ত্রিত করেন। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় তাঁর সঙ্গে জামাতের সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি জামাতকে প্রায় তার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করেন।

ইভান বারতোলো সাহেব হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্বে ভীষণ প্রভাবিত হন আর হুযুর আনোয়ারের ভাষণ ও সাংবাদিক সম্মেলন অনেক মনোযোগ সহকারে শুনেছেন।

তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তিনি হুযুরের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবান সেবার অনেক বড় প্রশংসক। তিনি যা কিছু হুযুরের সম্পর্কে পড়েছিলেন তার থেকে অনেক বেশি প্রশংসার যোগ্য হুযুরকে পেয়েছেন। হুযুরের সেবা অক্ষয় হয়ে থাকবে আর তাঁর বাণী শ্বাশত। আমি আনন্দিত যে তাঁর বার্তা উপযুক্ত মানুষদের কাছে পৌঁছেছে।

প্রকৃতপক্ষে হুযুর আনোয়ার শান্তির দূত আর আমি তাঁর ব্যক্তিত্ব, শান্তি ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের জন্য তাঁর লক্ষ্য ও সংগ্রাম আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্রাসেলসে মাল্টা থেকে আসা এক ভদ্রমহিলার সঙ্গেও সাক্ষাত হয়েছে, যিনি সেখানে অনুবাদক হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি জামাত আহমদীয়াকে খুব ভালভাবে জানেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হলে বারতোলা সাহেব তাঁকে বলেন, আমি এখানে একটা সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছি আর সেটা অত্যন্ত সফল এবং সুসংগঠিত ছিল। তাঁর কথা শুনে ভদ্রমহিলা বলেন,এখানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলি খুব বেশি সুশৃঙ্খল হয় না। ইভান সাহেব বলেন, এই সম্মেলনের আয়োজক হল জামাত আহমদীয়া। তখন সেই ভদ্রমহিলা তৎক্ষণাৎ বলেন, তবে একথা সত্য। যদি এই অনুষ্ঠান জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তার ব্যবস্থাপনা অবশ্যই উন্নত মানের হবে। মাল্টাতেও আমি জামাত আহমদীয়ার সম্মেলন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং সুসংহত আয়োজন দেখেছি। এটা জামাত আহমদীয়ারই বৈশিষ্ট্য।

ইভান সাহেব তাঁর এক বন্ধুকে বলেন, আমি সম্মেলন চলাকালীন সম্মানীয় খলীফাকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি খুব সুন্দরভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পোপকেও তিনি চিঠি লিখেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে,পোপ সেই চিঠির কোন জবাব দেন নি। এমনকি প্রাপ্তিও স্বীকার করেন নি। তাঁর বন্ধুও এ নিয়ে আশ্চর্য হন যে, পোপ কোন উত্তর দেন নি। এরপর তাঁর বন্ধু নিজেই বলতে থাকেন যে, পোপ র‍্যাটযিঙ্গার আমাদেরকে অনেক উপদেশই দিয়ে থাকেন আর বলেন যে আমরা সঠিক নই। কিন্তু তিনি নিজে এই চিঠির উত্তর দিয়ে মৌলিক নৈতিক কর্তব্যটুকু পালন করেন না।

মাল্টা আসার পর ভদ্রলোক জামাতের মুবাল্লিগকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রিত করেছেন। ৯ই ডিসেম্বর সেই সাক্ষাতকার রেকর্ড করা হয় যেটি ২৩ শে ডিসেম্বর টিভিতে সম্প্রচারিত হবে। এই সাক্ষাতকারে তিনি সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কেও প্রশ্ন করেন এবং বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ এবং এই অনুষ্ঠানের বিবরণ সংবলিত ২০ মিনিটের একটি ভিডিও তৈরী করে এই সাক্ষাতকারে দেখানো হবে।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাল্টার ঘরে ঘরে হুযুর আনোয়ারের বার্তা পৌঁছে যাবে।

উক্ত সাক্ষাতকারেও তিনি বারবার এই সম্মেলনের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, সম্মেলনে অংশগ্রহণ করাই আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় ছিল। জামাতের সঙ্গে আমার অনেক ভাল সম্পর্ক রয়েছে। আর এই সম্পর্ক ক্রমশ আরও উন্নত হচ্ছে। আমি জামাত আহমদীয়ার কার্যকলাপ এবং প্রচেষ্টার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি আর আমি জামাতের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি।

এই সাক্ষাতাকরে তিনি আমাদের মুবাল্লিগকে প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের জামাত অত্যন্ত সুসংহত ও সুসংগঠিত। এটা কিভাবে সম্ভব হয়?

মুবাল্লিগ সাহেব তাঁকে উত্তর দেন যে,এটা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং খিলাফতের কল্যাণ। আমরা এক নেতার নেতৃত্বে চলি আর প্রতিটি বিষয়ে আমাদের নেতা ও ইমামের কাছে পথনির্দেশনা নিয়ে থাকি। এই জন্য ইমামকে অনুসরণ করার ফলে আমাদের গতিপথ সঠিক থাকে আর এটাই জামাত আহমদীয়ার সফলতার রহস্য আর আমাদের সুসংগঠিত থাকার নিশ্চয়তা।

মাল্টা আসার পর ইভান সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ পুনরায় শোনেন এবং বলেন, পুনরায় শুনে খুব ভাল লেগেছে। তাঁর বার্তা আরও বেশি গভীরতা দিয়ে বোঝার সুযোগ হয়েছে। এখন আমাদের বাসনা হল হুযুর আনোয়ার মাল্টা সফর করুন আর এখানকার মানুষদেরকেও বার্তা দিন।

নরওয়ের এক পার্লামেন্ট সদস্য এবং ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্যাটিক পার্টির প্রাদেশিক সচিবও এসেছিলেন। তিনি খোলাখুলি বলেন যে,জামাত আহমদীয়া অনেক সৌভাগ্যবান যে, তারা এমন মহান একজন পথপ্রদর্শককে পেয়েছে। হুযুর আনোয়ারের ভাষণ এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন খুবই উন্নত মানের ছিল। একজন সক্রিয় ও কার্যকরী নেতৃত্ব ছাড়া এমনটি সম্ভব নয়।"

বিদেশমন্ত্রালয়ের প্রতিনিধি মি. এরিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হুযুর আনোয়ারের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি নোট করে রাখেন এবং বলেন, হুযুরের ভাষণে ফ্রান্সের জন্য অনেক দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমি দেশে ফিরে নিজের মন্ত্রালয়ে প্রতিবেদন পেশ করব। আয়ারল্যান্ডের মি. গ্যারি ও হ্যালোরান সাহেবও হুযুরের ভাষণ শোনার জন্য এসেছিলেন। তিনি হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগও পেয়েছিলেন। হুযুরের ভাষণ ও সাক্ষাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

আমি এই ভাষণে আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত হওয়াও আমার কাছে অনেক বড় সম্মানের বিষয় ছিল। পাকিস্তানে আহমদীদের হত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া ভীষন উদ্বেগের বিষয়। সম্প্রতি কবরের অসম্মান করার ঘটনা কেবল গুণ্ডামিই নয়, বরং মানবতার জন্য এক বিপর্যয়। এই ধরণের ঘটনা এর পূর্বে রাওয়ান্ডা এবং জার্মানীতেও ঘটেছে।

ফ্রান্স থেকে ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক মি.মার্কো টিয়ানি সাহেব অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি অনেক সৌভাগ্যবান যে, হুযুরের নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলাম। একজন শান্তিকামী মানবাধিকারে মহান নেতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রকৃত ধ্বজাবাহক এর উপস্থিতিতে আমি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। শান্তি ও সমন্বয়কের এক মহান নেতা এবং এক ঐশ্বরিক পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার জন্য গর্বের।আর ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এই স্লোগানটি শান্তির সব থেকে শক্তিশালী নিশ্চয়তা। এই স্লোগানটি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলে অনেক সম্মান পেয়েছে। এত বেশি লোকের জমায়েত হয়েছে যে লোক বাইরেও দাঁড়িয়েছিল।

নুনস্পীট (হল্যান্ড) এর সাবেক মেয়র মি. কীস সস্ত্রীক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং যে ইমেল পাঠান তাতে তিনি লিখেছেন- সর্বপ্রথম আমি এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করে এই ধরণের অনুষ্ঠান করা বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে ঘটে চলা অন্যায় অত্যাচার এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত জবাব। এই বিশ্ব কেবল আমাদের একার নয়। বাইবেল ও কুরআন অনুসারে এই জগতকে আবাদ রাখা আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর পরিবেশ এবং মানুষের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রেক্ষাপটে 'জুলুম'এর কোন স্থান নেই। কিন্তু একে অপরের প্রতি যত্নবান থাকা ভীষণ জরুরী। আমরা এই বিশ্ব এবং পরিবেশের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলীকে উপেক্ষা করতে পারি না। ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান সারা বিশ্বের জন্য একটা বার্তা স্বরূপ। এই বিষয়টি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের রাজনীতিক এজেন্ডারও অংশ। যাইহোক এই অনুষ্ঠানের কারণে অংশগ্রহণকারী এবং পাঠকদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।

হুযুর এবং ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের অন্যান্য সদস্যদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

তিনি লেখেন, অনুষ্ঠানের সব কিছু যথাযথ ও উন্নত মানের ছিল। এতে অংশগ্রহণ করা আমাদের জীবনের জন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে।

প্রথমে অনুষ্ঠানের শিরোনম ছিল Responding to the challenges of Extremism। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই শিরোণাম পরিবর্তন করে Message of Peace করেছিলেন,যা এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। এক পার্লামেন্ট সদস্য (যিনি এই পরিবর্তনের কারণ জানতেন না) মত বিনিময় করতে গিয়ে বলেন, এই পরিবর্তনের কারণেও অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং মূলভাবনাটি আরও স্পষ্ট হয়েছে।

স্পেনের এক উকিল টিনাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ফিরে গিয়ে একটি ই-মেলের মাধ্যমে নিজের অভিমত জানিয়ে লেখেন- আমি এই ই-মেলের মাধ্যমে ব্রাসেলসে আপনাদের আতিথেয়তা এবং সহৃদ্যতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্পেন থেকে সঙ্গে আসা এক আহমদী বন্ধু কমর সাহেব বলেছিলেন যে, এই দিনগুলি অসাধারণ হবে। নিশ্চয় তিনি ভুল বলেন নি। আমি আশা করি, খোদা চাইলে এই দিনগুলিতে আপনারা যে সব কাজ করেছেন, সেগুলি সব অবশ্যই ফলপ্রসু হবে। আমি আরও একবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমি আপনাদের সব

দিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি।

জোস মারিয়া এলেনসো (ভদ্রমহিলা মাদ্রিদে পপুলার পার্টির এসেম্বলী সদস্যের প্রতিনিধি, স্পেনের উত্তরাঞ্চলে তাঁর এলাকা ক্যান্টাবেরিয়ায় তিনি কংগ্রেস উইমেন পদে রয়েছেন) নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখেন– আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সম্মানীয় খলীফা এক মহান ব্যক্তি, যাঁর সত্তা থেকে শান্তির কিরণ নির্গত হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেও আমি সেই অনুভূতি পাচ্ছি, যা খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে পেয়েছি। সমগ্র জামাতই অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং শান্তি প্রিয়। যে কথাগুলি আমার মনে সবার আগে আসত, সেটা এই যে,পাকিস্তানে কেবল খৃষ্টানদের প্রতিই নয়, বরং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের উপরও অত্যাচার হচ্ছে, খলীফা সাহেবের ভাষণ থেকে এমন ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজনীতিক হিসেবে আমাদের সেই সব অত্যাচারকে প্রতিহত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা উচিত। আমি আপনাদের জামাত সম্পর্কে অতটা ওয়াকিবহাল নই। কিন্তু আমি আমি নিজের সামর্থের মধ্যে আপনাদের সব ধরণের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, যাতে আপনাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ঢেউ থেমে যায়। এই বিষয়টিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আর চেষ্টা করতে হবে এই বিষয়টি যেন মোটেই উপেক্ষিত না হয়। সম্মানীয় খলীফার মতে সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্য মানবজাতির মধ্যে বিপদ বাড়িয়ে তোলা নয়, বরং ভালবাসার প্রসারই হল এর মূল উদ্দেশ্য।

সান্তিগো কাটালা সুয়েনা ইউনিভার্সিটিতে ল-এর অধ্যাপক। তিনি 'ইসলাম ইন ভ্যালেনসিয়া' এবং 'ইসলামিক জুরিকপ্রুডেন্স' প্রভৃতি পুস্তকেরও রচয়িতা। নিজের অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমি আপনাদের সকলের নামে এই কথাগুলি লিখছি, যাদের সকলের সমন্বয়ে আহমদী পরিবারটি গড়ে উঠেছে। আমার এই কথাগুলি সম্মানীয় খলীফার কাছে পোঁছে দিন।এছাড়াও সইনেতা যাঁর সঙ্গে নৈশ ভোজের সময় সাক্ষাত হয়েছিল আর সেই সব স্পেনিশ নাগরিকগণ যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবেন। আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ আর আমি আশা করি যে, খোদা আমাদেরকে আবারও সাক্ষাতের সুযোগ করে দিবেন। খোদা আপনাদের প্রতি অনেক সদয়, আর আমিও খোদার নামে আপনাদের জন্য মঙ্গল কামনা করি এবং দোয়া করি যেন, খোদা সম্পদ ও শান্তি প্রদান করেন। আমি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ আর আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আমার আছে। দীর্ঘদিন আমি এমন ধর্মীয় পরিবেশ দেখি নি। আমি জানি যে, আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সেই জন, যে সরল পথে পরিচালিত, যে খোদার সঙ্গে থাকে আর খোদা তার সঙ্গে থাকে।

মাননীয়া রোসিও লোপেয স্পেনের পার্লামেন্টের এক সদস্য আর স্পেন থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন। তিনি লেখেন, এই অনুষ্ঠানে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্রাসেলস এর এই অনুষ্ঠানটি একটি সক্রিয় জামাতের বার্তা দিয়েছে যা ক্রমাগত নিজেদের নির্মাণকাজে ব্যস্ত রেখেছে। অর্থাৎ ক্রমাগত সংস্কার। হিজ হলিনেস মির্যা মসরূর আহমদ এর নেতৃত্বে 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-র ন্যায় নীতিবাক্যের অধীনে বিভিন্ন জাতির আহমদীরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পৃথিবীর এক নেশায় মত্ত হয়ে আছে আর যেখানে শান্তি ও ভালবাসার বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমন বিশ্বে আপনাদের সম্পর্কে জানা-ই এক প্রকার সম্মানের বিষয়। আপনাদের ইমামের সঙ্গে মত বিনিময় করা কিম্বা উগ্রবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ভাষণ শোনার চাইতে সুন্দর জিনিস আর কি হতে পারে? আমি আপনাদের চিন্তাভাবনাকে পূর্ণ সমর্থন করি।

****

(ভাষণের শেষাংশ...)

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য তৈরী করা প্রতিকুল অবস্থার কারণে এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে খুব কমই এমন আছেন বা হয়তো দুএকজন এমন আছেন যাদেরকে সরাসরি কোন প্রকার দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। পাকিস্তানে এই ভীতি অবশ্যই আছে যে, আমাদের স্বামী, সন্তান ও নিকটাত্মীয়রা বিপদের মধ্যে আছেন। কোন উন্নাসিক তথাকথিত মৌলবীর প্ররোচনায় যে কোন মুহূর্তে ক্ষতি করে বসতে পারে। পাকিস্তানে বসবাসরত প্রত্যেক আহমদীর মাথার উপর এই ভীতি, উদ্বেগের এই তরবারি সব সময় ঝুলছে। কিন্তু এটিও বাস্তব যে, সাধারণত মহিলা ও স্বল্পবয়স্করা সেই কঠোর পরিস্থিতির কথা ভুলে যায়। প্রায় দেখা গেছে যে, এখানে জন্মগ্রহণ করা ছেলেমেয়েরা বা যারা দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করছে, তারা পাকিস্তানে আহমদীদের উপর হওয়া কঠোরতার কথা ভুলে গেছে। আর যাদের প্রিয়জনেরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা তো জানতেও পারে না বা সেই বেদনা অনুভবও করে না যা তাদের প্রিয়জনেদের থাকাকালীন অনুভুত হতে পারত যে পাকিস্তানে কিছু কিছু স্থানে কিরূপ কঠোরতা রয়েছে। পাকিস্তানে আইনের কারণে আহমদীদের প্রতি এমন কঠোর আচরণ অব্যাহত রয়েছে। মৌলবী এবং জামাতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে অবাধ অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান ছাড়াও কিছু অন্যান্য দেশেও যেখানে আহমদীদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনুরূপভাবে এখানে অনেকে কিছু স্বল্পোন্নত দেশ থেকেও এসেছে। তাদের আসার কারণ হল, তাদের স্বামীরা এজন্য এখানে বদলি হয়ে এসেছেন যাতে অধিক আয়ের সুযোগ হয়। যাইহোক যে পরিস্থিতির কারণেই অধিকাংশ মানুষ এখানে এসেছে তারা পরিস্থিতির কারণে আসতে বাধ্য হয়েছে বা অধিক আয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে এসেছে বা প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে। সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, উভয় পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা যিনি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রতি কৃপা করেছেন এবং জাগতিক উন্নতির জন্য যে উপকরণ সৃষ্টি করেছেন সেগুলির কারণে আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো উদাসীন হবেন না। সেগুলি যদি স্মরণে রাখেন তবে জগত তো পেয়েই যাবেন, এর পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার অফুরন্ত কৃপারাজি থেকেও অংশ পাবেন। এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে কিছু মহিলা ও তার পরিবার কষ্টের মধ্যে পড়ে এই সব দেশে এসেছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর অনেক কৃপা করেছেন। কিন্তু আবার অনেকে এমনও রয়েছেন যারা কঠিন পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও দেশেই থেকেছেন, আর সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করেছেন। তারা কঠিন পরিস্থিতির সামনে বুক চিতিয়ে লড়াইও করেছেন। পাকিস্তান ছাড়াও কিছু অন্য দেশও আছে যেখানে অত্যাচার নির্যাতন হয়। আর অবশেষে সেদেশে থাকা সত্ত্বেও তারা সফলতার মুখ দেখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কিছু এমন ঘটনা উপস্থাপন করব যা পাকিস্তানের নয়, অন্য দেশের। যাতে আপনারা যারা এখানে এসেছেন, যাদের মধ্যে স্বল্প বয়স্ক, যুবতী সকলেই রয়েছেন এবং দীর্ঘকাল এখানে অতিবাহিত করেছেন আর তারাও রয়েছেন যারা দীর্ঘকাল এখানে থাকার কারণে অনুভবও করে না যে কঠোরতা কি জিনিস- তারাও যেন জানতে পারে এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি ঘটে। তাদের নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন এবং ধর্মকে জাগতকিতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং এবং এ বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি হয়।

প্রথম ঘটনাটি হল পাকিস্তানের এক মহিলার যিনি কঠোরতার সম্মুখীন হওয়ার পর কানাডা আসেন। তার উপর সরাসরি কঠোরতা আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলার তুলনায় পুরুষদেরকেই কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে সরাসরি কঠোরতা না থাকলেও তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছেন এবং তিনি কানাডা চলে এসেছেন। সেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লার বর্ধিত কৃপারাজিও দেখেছেন, কিন্তু নিজের পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান নি। আনিসা সাহেবা নামে এই ভদ্রমহিলা লেখেন, পাকিস্তানে থাকাকালীন আমাদের পরিবারকে কাশ্মীর থেকে হিজরত করে ফয়সলাবাদ চলে আসতে হয়। হিজরতের কারণে আর্থিক পরিস্থিতি অনুকুল ছিল না। সেই সময় একটি প্রাইভেট হাসপাতালে হেড নার্স হিসেবে আমি খুব ভাল কাজ পেয়ে যাই। কিন্তু কিছুটা সময় পরে আমি জানতে পারলাম যে, সেই হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ও ইনচার্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গালি দিত। একদিন সে আমাকে নিজের অফিসে ডেকে কলেমা পড়তে বলে আর জানতে চায় যে তোমার কলেমা কি? আমি কলেমা শোনাই এবং বলি আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন অপশব্দ শুনতে প্রস্তুত নয় যা আপনি ব্যবহার করেন। একথা শুনে সে আমাকে কাদিয়ানি হওয়ার কারণে চাকরি থেকে বের করে দেয়।' এরপর তিনি কানাডা চলে আসেন। কানাডা আসার পর তার অবস্থাও ভাল হয়। ঈমানের এই দৃঢ়তা প্রত্যেক আহমদীকে প্রদর্শন করা উচিত এবং স্মরণ রাখা উচিত যে, ঈমানের এই দৃঢ়তাই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে।

ফয়সালাবাদের সদর লাজনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)কে পত্রে লিখে একথার উল্লেখ করেছিলেন যে, হাসপাতালের ডাক্তার এভাবে বের করে দিয়েছে। খলীফা রাবে (রহ.) উত্তর দিয়েছিলেন যে, যে এমনটি করেছে তার হাসপাতাল ও ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুকাল পর সেই হাসপাতালের মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং একদিক থেকে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মসজিদ বায়তুস সালাম -এর গোড়াপত্তন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ সম্পর্কে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

* এক ভদ্রলোক জানান, হুযুর আনোয়ারের সত্তা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে আমার মনে হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিতে আমি প্রভাবিত হয়েছি। তিনি একজন শান্তি প্রিয় ব্যক্তি আর তাঁকে দেখে মনে হয় সকলের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যারা ইসলামকে ঘৃণা করে, তাদের এমন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত নয়, কারো সম্পর্কে না জেনে ভ্রান্ত ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা অন্যায়।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছি।তাঁকে দেখে ইতিবাচক বলে মনে হয়। আর আমি এটাও জানিয়ে দিতে চাই যে, ইসলাম নিয়ে আমার কোনও সমস্যা ছিল না। আপনাদের আদর্শবাণী 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে-' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণী।

স্থানীয় হাসপাতালের প্রধান কার্যনির্বাহক নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন, হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে। তিনি মানুষের সঙ্গে ভীষণ নৈকট্য রাখেন বলে মনে হচ্ছে। তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ইসলামী শিক্ষা সেই ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত যা গণমাধ্যমে দেখানো হয়। হুযুরের ভাষণের দুটি বিষয় আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। প্রথমত, এখানকার বাসিন্দা সমস্ত মুসলমান ও খৃষ্টানরা জার্মান বংশোদ্ভুত, তাদের কারো মধ্যে কোন তারতম্য নেই। দ্বিতীয়ত যতক্ষণ প্রথম অংশ অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না, ততক্ষণ দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সঙেগ সম্পর্ক এবং তাঁর ইবাদত কোন উপকারে আসবে না।

জোসেফ মুহস নামে এক অতিথি বলেন, হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সম্ভ্রমপূর্ণ। আপনারা নিজেদের খলীফাকে অনেক সম্মান দেন, এটাকে আমাকে ভীষণ ভাল লাগে। হুযুরের যে কথাটি আমার পছন্দ হয়েছে তা হল 'এই জায়গাটি তো অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু আপনারা নিজেরাও সুন্দর মানুষ হয়ে এই এলাকাকে প্রকৃত সুন্দর করে তুলুন এবং এখানকার জন্য কল্যাণকর হোন।

ব্রিগিটি সাহেবা নামে ভদ্রমহিলা বলেন, হুযুর অনেকটা পোপের মতই, অর্থাৎ ধর্মীয় নেতার মত। তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি ও আকর্ষণ রয়েছে আর তাঁকে দেখে মনে হয় খোদা তা'লার সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য- তাঁর এই উক্তি আমার পছন্দ হয়েছে।

শহরের ইন্টিগ্রেশন অফিসে সদস্যা ইরবিল ইরেন সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন- এই অনুষ্ঠান সফল অনুষ্ঠান ছিল। আজ আমি জেনেছি যে করমর্দন না করা সত্ত্বেও সমাজের উন্নতির জন্য নৈতিকভাবে হাতে হাত রেখে চলার প্রয়োজন। হুযুর আনোয়ার অত্যন্ত সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়। তাঁর কথাগুলি উচ্চাঙ্গের ছিল, বিশেষ করে অভ্যন্তরীন সৌন্দর্যের বিষয়ে তাঁর মন্তব্যটি।

একজন মহিলা পুলিশকর্মীও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত জানিয়ে বলেন,

'একটি বিষয় আমার ভাল লেগেছে, আমি দেখেছি হুযুর আনোয়ার সেখানে বসে বসে অন্যান্য বক্তাদের কথাগুলি নোট করছিলেন আর সেই কথাগুলিকে তিনি নিজের ভাষণেও উদ্ধৃত করেছেন। বক্তাদের কথাগুলি নোট করে তিনি সেগুলিকেই ইসলামের আকর্ষনীয় শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্ণনা করেছেন। এটিই তো প্রকৃত সমন্বয়।

মহিলা পুলিশকর্মী বলেন, 'যে ইসলামকে আমরা পুলিশকর্মীরা দেখি, তাতে উগ্রবাদ ও হিংসা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি খলীফাতুল মসীহ বর্ণিত ইসলাম সম্পর্কে শুনেছি আর এটিই যদি ইসলাম হয়ে থাকে, যা খলীফাতুল মসীহ্ উপস্থাপন করেছেন, তবে এই ইসলাম অবশ্যই দ্রুত বিস্তার লাভ করবে আর এই ইসলামের বিরুদ্ধে কোন মানুষের মনে কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

পাইরেটস পার্টির এক প্রভাবশালী ও প্রবীণ সদস্য তিনি ভাষণ শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর চেহারায় এক বিশেষ প্রশান্তি ও তৃপ্তির আভাস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বক্তব্য উচ্চমানের ছিল।

এক ভদ্রলোক ওল্ড হোম এ থাকেন, তিনি তুর্কির জামাতের সঙ্গে পরিচিত। তিনি বলেন, তুর্কিরা জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে সব সময় সংরক্ষনশীল মনোভাব প্রকাশ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দান করেছে এবং খলীফার ভাষণ শুনেছে। আমি ভাষণ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। 'আমাদের সকলে মিলে মানবতার কারণে এক জাতি হিসেবে কাজ করতে হবে'- তাঁর এই বক্তব্য আমার পছন্দ হয়েছে।

এক পার্টি সদস্য বলেন, যেভাবে এখানে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ হয়েছে, আমাদের দলে বড় পেশাদাররাও এমন অসাধারণ কাজ করতে পারে না।

(বিশিষ্ট অ-আহমদী অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাতের শেষাংশ)

সংসদ সদস্যা প্রশ্ন করেন, ইসলামে নারীর কি কি অধিকার রয়েছে? তারা কি মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে নামায পড়তে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন- ইসলামে পুরুষ ও নারীর অধিকারে কোন প্রকার তারতম্য নেই, কারো অধিকার খর্ব করা হয় নি। অধিকারসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে। কন্‌ফারেন্স রুমের একদিকে দুইজন আইরিশ আহমদী মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুযুর তাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তারা দুজনেই পর্দা করেছে, হিজাব পরিহিতা আর এভাবেই তারা নিজেদের সমস্ত কাজ করে। নিজেদের দায়িত্বাবলীও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করছে। তাদের মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে, সেখানে লাজনাদের স্থানীয় সংগঠনের তিনি সদর। আমরা আমাদের মহিলাদেরকে সুসংঘবদ্ধ করে রাখি, এই সংগঠনটির নাম লাজনা ইমাউল্লাহ। এরা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের অনুষ্ঠানাদি করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- যতদূর মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নামায পড়ার প্রসঙ্গটি রয়েছে- যুক্তরাজ্যে শাসকদলের এক রাজনীতিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে, ভবিষ্যতে কি কখনও এমন হতে পারে যখন মহিলা ও পুরুষ একত্রে নামায পড়বে? আমি তাকে বলেছিলাম, আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে যে রীতি ছিল তা হল পুরুষরা সামনের সারিতে নামায পড়ত আর মহিলারা পিছনের সারিতে নামায পড়ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন- নামাযের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, বিভিন্ন অংশ রয়েছে। একত্রে নামায পড়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য কিছু কিছু অংশ পূর্ণ করা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে মহিলারা নিজেদের সুবিধার্থে পৃথক স্থানে নামায পড়া সমীচীন মনে করেছে। স্থানাভাবে একটি হলঘরেও নামায পড়া যেতে পারে।

এক সংসদ সদস্য প্রশ্ন করেন যে মসজিদের নাম 'মরিয়ম মসজিদ' রাখার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- জুমার দিন মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে বলব। আপনি উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে ভুলবেন না।

এক সাংসদ বলেন- শিয়া ও সুন্নীদের যে বিভেদ রয়েছে, কুরআন করীমে তার কি কোন ভিত্তি রয়েছে?

প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- কুরআন করীমে এর কোন ভিত্তি নেই, আর কোন ফির্কার বিষয়েও কোন ভেদাভেদ নেই। কুরআন করীম যখন নাযিল হল, তখন তো কোন ফির্কা বা দল ছিল না, এগুলি সবই পরে গঠিত হয়েছে। যেভাবে ইহুদীধর্ম ও খৃষ্টধর্মে পরবর্তীকালে দলাদলি হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আমাদের বিশ্বাস, খোদা এক ও অদ্বিতীয়। আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্‌র নবী, কুরআন এক ও অভিন্ন। আমরা সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনি। কুরআন করীমে একটিই ধর্ম 'ইসলাম' -এর উল্লেখ রয়েছে। এই ফির্কাগুলির কোন উল্লেখ নেই। তাই আমরা চাই সকলে সেই এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর যেন একত্রিত হই। আর সকলে একে অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী হই এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হই।

হুযুর আনোয়ার বলেন- হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর আগমণের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,'আমি এসেছি যাতে মানুষ তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারে,খোদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তাঁর সৃষ্টিজগতের অধিকার প্রদান করা। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের অধিকার প্রদানকারী হয়।

এক সাংসদ প্রশ্ন করেন, জামাতের উপর হওয়া নির্যাতনের সংবাদ তিনি মাত্র এক সপ্তাহ আগেই জেনেছেন। আপনাদের জামাতে কি এমন কোন ব্যবস্থাপনা আছে যা এই সংবাদ ক্রমাগতভাবে পোঁছে দিতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- জামাতে এমন ব্যবস্থাপনা রয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক একটি সংগঠন রয়েছে যারা এই সব কাজ এবং যোগাযোগ করে থাকে। এই কমিটির সদস্যরা জেনেভায় (সুইজারল্যান্ড)-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ

করেন।সেখানে ইউএনএইচসিআর. এর সঙ্গে যথারীতি বৈঠক হয়। অনুরূপভাবে মালেয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবংশ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য দেশ থেকে শরণার্থী হওয়ার আবেদনকারীদের বিষয়ে ইউএনএইচসিআর –এর অফিসে যোগাযোগ করে এবং বিভিন্ন দেশের সরকারি বিভাগকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে জানানো হয় এবং যথারীতি সকলকে অবগত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আইয়ারল্যাণ্ডের সদর সাহেব বলেন, নিয়মিত ই-মেলের মাধ্যমে পারকিউশন সম্পর্কে সরকারকে জানানো হয়।

.....

ডাবলিন থেকে গালওয়ে এর উদ্দেশ্যে যাত্রা

গালওয়ে শহরটি ডাবলিন শহর থেকে একশ কুড়ি কিমি পশ্চিমে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এটি আয়ারল্যান্ডের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই শহরটি আবিষ্কৃত হয়। শহরের জনসংখ্যা ৬৮ হাজার আর এটি দেশের পশ্চিম তটে অবস্থিত হওয়ায় এটিকে ইউরোপের প্রান্তিক শহরও বলা হয়ে থাকে।

প্রায় দুই ঘন্টা সফরের পর হুযুর আনোয়ার গালওয়েতে পদার্পণ করেন। হুযুর আনোয়ার ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য ক্লেটন হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।গালওয়ে শহরে নবনির্মিত মরিয়ম মসজিদটি হোটেল থেকে এক কিমির কম দূরত্বে অবস্থিত।

মসজিদ মরিয়মের উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের আয়ারল্যাণ্ড আগমণের সংবাদ সেদেশের বিভিন্ন পত্রিকা এবং রেডিওতে প্রচার হয়। আজ সন্ধ্যায় ন্যাশনাল সদরের ভাষণ শুনে এক ক্যাথোলিক মহিলা ই-মেলে জানিয়েছেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, আহমদীয়া জামাতের খলীফা গালওয়ে এসেছেন। আজ হাসপাতালে আমার স্বামীর অপারেশন হচ্ছে। আপনি খলীফাতুল মসীহকে আমার স্বামীর আরোগ্য লাভের জন্য দোয়ার আবেদন করবেন।

মসজিদের সাউন্ড সিস্টেমের জন্য একটি সাউন্ড সিস্টেমের মালিক মি.ফিনট্যান গত পাঁচ ছয় দিন থেকে মসজিদে কাজ করছেন। তিনি হুযুর আনোয়ারকে মরিয়ম মসজিদে নামায পড়াতে দেখেছেন।

তিনি বলেন, আমি খলীফাতুল মসীহকে দেখে ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। আমি একজন ক্যাথোলিক খৃষ্টান, চার্চে যাই, কিন্তু এখানে এসে অনুভব করেছি যে, আমার জীবনে নিঃশব্দে একটি পরিবর্তন ঘটছে। আমি মনের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করছি। চার্চে গিয়ে আজ পর্যন্ত আমি খোদার দেখা পাই নি। এখানে যখন থেকে খলীফাতুল মসীহকে দেখেছি, নামায পড়াতে দেখেছি, আমি এখানে খোদাকে দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমি খোদাকে পেয়েছি। আমি খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সিজদা করেছি এবং দোয়া করেছি।

তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তিনি বলেন, এখন খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সাক্ষাত করার পর নিজের মধ্যে এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হুযুর আনোয়ার –এর এই সফরের কল্যাণ পদে পদে প্রকাশ পাচ্ছে আর মুসার মসীহকে মান্যকারীরা মহম্মদের মসীহর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

আজ সকালে আয়ারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল রেডিও আরটিই-১ মসজিদ উদ্বোধন প্রসঙ্গে চার মিনিটের একটি অনুষ্ঠান প্রচার করেছিল। যেখানে আয়ারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল সদর সাহেব, গালওয়ে জামাতের স্থানীয় সদর সাহেব এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ ইব্রাহিম নোনোন সাহেব মসজিদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি সাক্ষাতকার দিয়েছেন। সাংবাদিক সাক্ষাতকার প্রচার করার সময় বলেন, জামাত আয়ার্যাণ্ডের সদস্য সংখ্যা পাঁচশর কাছাকাছি। কিন্তু জামাত আহমদীয়ার এই মসজিদটি সকল মুসলমান এবং অ-মুসলিমদের জন্য খোলা আছে। জামাত আহমদীয়ার খলীফা মসজিদ উদ্বোধনের জন্য আয়ারল্যান্ড এসেছেন। তিনি মসজিদ উদ্বোধন করবেন।

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

আজ জুমাতুল মুবারক, আয়ারল্যাণ্ডের বুকে জামাত আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ 'মসজিদ মরিয়ম'-এর উদ্বোধনের দিন ছিল। আজকের দিন জামাত আহমদীয়া আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসে একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসে এটি প্রথম জুমা ছিল যা হুযুর আনোয়ার নবনির্মিত মসজিদ মরিয়মে পড়িয়েছেন।

এছাড়া মসজিদ মরিয়ম থেকে সরাসরি এম.টি.এ তে সম্প্রচারিত হওয়া এটিই ছিল প্রথম জুমার খুতবা।

'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পোঁছে দিব।'- আজ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এই ইলহামটি এক নব মহিমায় পূর্ণ হল,যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্র কণ্ঠ পৃথিবীর এই প্রান্তে নির্মিত মসজিদ মরিয়ম থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে পোঁছে গেল।

হুযুর আনোয়ার আয়ারল্যাণ্ডে তাঁর প্রথম সফরে ২০১০সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ক্লেটন হোটেলের একটি হলঘর থেকে জুমার খুতবা প্রদান করেছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন-

'দেখতে গেলে গালওয়েও একদিক থেকে পৃথিবীর একটি প্রান্তদেশ, সমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটি শহর। আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে পড়ে এটি। এর সঙ্গে একই সরলরেখায় ইউরোপের আর কোন দ্বীপ নেই। এখানে এসে শৃঙ্খলা শেষ হয়েছে। সরল রেখা টানলে সমুদ্রের পর কানাডা, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের এলাকা শুরু হয়ে যায়। এই দিক থেকেও এটি প্রান্তদেশ যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীরা একটি মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যাতে এই এলাকা থেকেও একত্ববাদের উদ্ঘোষ পৃথিবীতে পোঁছয়।"

আজ হুযুর আনোয়ারের খুতবা জুমআর মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে নির্মিত মরিয়ম মসজিদ থেকে খোদা তা'লার একত্ববাদের ঘোষণা এম.টি.এ দ্বারা সরাসরি পৃথিবীতে পোঁছেছে। আলহামদোলিল্লাহ॥

মিডিয়া প্রতিনিধিদের দ্বারা হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) হোটেলে আসার পূর্বে ন্যাশনাল রেডিও আরটিই-১ এর প্রতিনিধি ম্যাক মাইক কারথিও এবং আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় সংবাদ পত্রিকা দ্য আইরিশ টাইমস-এর সাংবাদিক লোরনা সিগিনস হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য হোটেলে উপস্থিত ছিলেন।

সর্বপ্রথম ন্যাশনাল রেডিও আরটিই -১ এর প্রতিনিধি হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার নেন।

প্রতিনিধি সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেন যে, এখনই জুমআর খুতবায় আপনি ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন। আপনি বলেছেন, ইসলাম শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আপনাদের আদর্শকবাক্য হল ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। কাজেই মুসলিম বিশ্বে যা কিছু হচ্ছে তা নিয়ে আপনি কি উদ্বিগ্ন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-

ইসলাম শিক্ষা দেয়, কারো অধিকার আত্মসাৎ করো না, কারো অধিকার খর্ব করো না, কারো উপর অত্যাচার করো না। আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা শিরোধার্য করে চলি আর আমাদের আদর্শবাণী হল 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এর ভিত্তিও ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম শিক্ষা দেয়, খোদা এক আর মহম্মদ তাঁর রসূল। আমরা যখন বলি, খোদা এক, তখন এর অর্থ হল সেই খোদা সকলের প্রভু প্রতিপালক, সকলের পালনকর্তা। কুরআন করীম শিক্ষা দেয় মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সমগ্র জগতের জন্য আশীর্বাদ। তিনি যেহেতু সমগ্র জগতের জন্য আশীর্বাদ, সেক্ষেত্রে কোন মুসলমান অন্যের উপর অত্যাচার করবে, তাদের অধিকার আত্মসাৎ করবে তা কি করে সম্ভব?

সংবাদ প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন, এতে কি আপনার আক্ষেপ হয় যে পৃথিবীতে ইসলামের নামের উল্লেখ হতেই খোদা এবং ইসলামের শিক্ষার নিয়ে আলোচনা হয় না, বরং সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা হয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, অবশ্যই আমার আক্ষেপ হয় আর তখনও আক্ষেপ হয়েছিল যখন আলকায়েদা এবং তালেবান সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাজেই যখনই কোন মুসলমান ইসলামের নামে, আল্লাহ্র নামে এই ধরণের বাড়াবাড়ি করে, তখন স্বভাবতই আমার দুঃখ হয়, যেমনটি আপনাদের হয়।

প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে এখানকার কমিউনিটির জন্য আপনার বার্তা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন- আমি জুমআর খুতবায় বলেছি যে, ইসলামের সঠিক ও প্রকৃত শিক্ষাকে সকলের কাছে পোঁছে দিন। আমি তাদেরকে হুকুকুল্লাহ্ (আল্লাহ্র অধিকার) এবং হুকুকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) প্রদানের বিষয়ে বলেছি, তাদেরকে বুঝিয়েছি যে আপনারা যদি সেই সব অধিকারগুলি প্রদানকারী হন, তবে কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার বার্তা হল, পৃথিবীর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে- এতে কেবল মুসলমানেরাই জড়িত নয়,

অন্যান্য দেশগুলিতেও এই অরাজকতা ছড়িয়ে আছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সহ সমগ্র পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই আমার বার্তা হল, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করুন, একে অপরকে বুঝতে চেষ্টা করুন, একে অপরের অধিকার দিন এবং শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করুন। অন্যথায় পৃথিবীতে এক মহা বিপদ উপস্থিত হবে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর সেই বিপদ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে প্রকাশ পাবে।

এরপর আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় পত্রিকা দ্য আইরিশ টাইমস এর সাংবাদিক লোরনা সিগিনস হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আমরা দুই প্রকারের ইসলাম দেখতে পাচ্ছি। একটি প্রতিবেদন অনুসারে তিন হাজারের কাছাকাছি মুসলমান জিহাদের জন্য সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে যাত্রা করেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এদেরকে বিপথে চালিত করা হয়েছে। এরা হতাশাগ্রস্ত, পরিস্থিতি এদের বাধ্য করেছে। আঁ হযরত (সা.)ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকবে। মানুষ কেবল নামমাত্র মুসলমান হবে। মসজিদগুলি বাহ্যত ইবাদতকারীতে পরিপূর্ণ দেখাবে, কিন্তু হিদায়তশূন্য হবে। সেই সময় খোদা তা'লা একজন সংস্কারককে পাঠাবেন, যিনি মসীহ ও মাহদী হবেন। তিনি এসে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং ইসলামের বাণী সারা পৃথিবীতে পোঁছে দিবেন। তিনি মুসলমানদেরকেও এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর সমবেত করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর সত্যতার নিদর্শনও উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। সেই নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন হল রযমান মাসের নির্দিষ্ট দিনে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়া। ১৮৯৪ সালে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে এই গ্রহণ সংঘটিত হয়। পরের বছর ১৮৯৫ সালে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে অনুরূপটি ঘটে। এটি তাঁর সত্যতার এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর হওয়ার এক বিরাট নিদর্শন ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কাজেই এই সব বিশৃঙ্খলা এবং বিপদাপদ থেকে যদি রক্ষা পেতে হয় তবে মুসলমান জাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করুক। মুসলমানেরা যদি গ্রহণ করে নেয়, তবে তারা রক্ষা পেতে পারে, অন্যথায় এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা আহমদীরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলছি আর প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনারা কি অমুসলিমদেরকে আপনাদের মসজিদে ইবাদত করার অনুমতি দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের মসজিদগুলি সকলের জন্য উন্মুক্ত। সকল ধর্মের জন্য উন্মুক্ত। আঁ হযরত (সা.) যখন অন্য ধর্মের মানুষদের জন্য মসজিদের দ্বার খোলা রেখেছেন, তবে আমরা তা বন্ধ করার ধৃষ্টতা কিভাবে দেখাতে পারি? তাই এই মসজিদ প্রত্যেক ধর্মের জন্য উন্মুক্ত আছে এবং সব সময় থাকবে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আজ রাতের ভাষণে আপনার বার্তা কি হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকেও আমার বার্তা থাকবে শান্তির যা আমরা আগে থেকেই পুরো পৃথিবীকে দিয়ে আসছি আর আমাদের বাণী পৃথিবীর সকল প্রান্তে পোঁছে গিয়েছে। গালওয়েকেই দেখুন, আয়ারল্যান্ড পৃথিবীর প্রান্তদেশ, এখানেও সেই বার্তা পোঁছে গিয়েছে আর এখান থেকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পোঁছে যাচ্ছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, গালওয়ে শহর তো আয়ারল্যান্ডের মাঝখানে অবস্থিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা কেন্দ্র থেকে প্রান্তে প্রান্তে আর প্রান্ত থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী পোঁছে দিচ্ছি।

মরিয়ম মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের ভাষণ

হিউম্যান রাইটস-এর ব্যারেস্টার মি. গ্যারি ও হ্যালোরান অনুষ্ঠানে নিজের সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের রীতি অনুসারে আইরিশ ভাষায় হুযুর আনোয়ারকে বলেন, 'আমরা আপনাকে লক্ষ কোটি বার স্বাগত জানাচ্ছি। এরপর তিনি বলেন,

'খলীফার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত সেই সময় হয়, যখন তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়েছিলেন। খলীফাতুল মসীহ যেভাবে শত শত রাজনীতিক, সাংসদ,মুসলমান ও অমুসলিমদের সামনে ভাষণ দান করলেন তাতে আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, খলীফাতুল মসীহ এক প্রকার জিহাদ করছেন। কিন্তু তাঁর এই জিহাদ হল ভালবাসায় পরিপূর্ণ। তাঁর জিহাদ সশস্ত্র জিহাদ নয়, বরং তা কলমের তথা লেখনীর জিহাদ। আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে খলীফার উপস্থিতিতে আমার অংশগ্রহণ করা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে একজন বেরিস্টার হিসেবে কাজ করার অনেক সুখকর অভিজ্ঞতা আছে। পাকিস্তানে আহমদীরা অপরাধী হিসেবে সমাজে বাস করে, আমি তাদের পক্ষ হয়ে ওকালতি করেছিলাম, যখন আয়ারল্যাণ্ড সরকার তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার নিদান দিয়েছিল। আইরিশ সরকারের প্রতিষ্ঠানের দাবি, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে।পাকিস্তানে পুলিশ ফোর্স রয়েছে। পাকিস্তানে আদালত ও বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানে যদি কোন বিচারপতি আইন মেনে তা বলবৎ করে তবে নবীর অবমাননা-র মত অন্ধ আইনের উপস্থিতিতে সেই বিচারক আহমদীদের উপর অত্যাচার করবে। কেননা পাকিস্তানে যদি কোন আহমদী নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তবে সে পক্ষান্তরে নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এমন পরিস্থিতি আহমদীরা যেভাবে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, তা দেখে আমি ভীষণভাবে আশ্চর্য হয়েছি। আমি কখনই আহমদীদেরকে অত্যাচারের জবাবে অত্যাচার করতে দেখিনি। বরং আহমদীদের মনে আমি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঘৃণা বা বিদ্বেষ লক্ষ্য করি নি।

তিনি তার ভাষণের শেষে পুনরায় আয়ারল্যাণ্ডের রীতি অনুসারে হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানান।

এরপর বক্তব্য রাখেন একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিক ডেপুটি স্পীকার Eamon o Cuiv , যিনি ১৯৮৯ সালে প্রথম বার সেনেটর হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি মিনিস্টার অফ স্টেট পদেও নিযুক্ত ছিলেন। ২০০২-২০১০ পর্যন্ত Minister of Community and Rural Affairs.কাজ করেছেন। ২০১০ সালে Minister of Social protection বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি নিজের ভাষণে বলেন-

সর্বপ্রথম আমি এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে খলীফাতুল মসীহকে গালওয়েতে শতশতবার স্বাগত জানাই। ২০১০ এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আমি যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলাম। আজ আমি আনন্দিত যে সেই মসজিদটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে আর আমরা সকলে এর উদ্বোধনের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি।

তিনি বলেন- খলীফাতুল মসীহর গালওয়েতে দ্বিতীয়বার আগমণ আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আশা করি, আপনার এই আয়ারল্যাণ্ড সফর অত্যন্ত সফল হবে।

আমার মনে আছে যখন আমি প্রথমবার জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম, তখন জামাত আহমদীয়ার আদর্শবাণী 'ভালবাসা সকলের তরে,ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই জামাত প্রমাণ করেছে যে এই জামাত নিজের মহৎ উদ্দেশ্য অনুসারেই কাজ করছে। জামাত যেভাবে আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছে এবং বিভিন্ন ধর্মকে এক মঞ্চে একত্রিত করেছে তা দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছি। আর আমি আনন্দিত যে জামাত আহমদীয়া যথারীতি একটি মসজিদ তৈরী করতে সমর্থ হচ্ছে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে ইবাদত করতে পারবে।জামাত আহমদীয়া পাকিস্তানের উপর যে নির্যাতন চলছে, আমরা সে নিয়েও কাজ করতে থাকব। আর আমি আশা করি, সারা বিশ্বের চাপের কাছে পাকিস্তানে আহমদীদের উপর হতে থাকা অত্যাচারের অবসান হবে।

অনুরূপভাবে মসজিদের নাম মরিয়ম মসজিদ রাখার মাধ্যমেও আপনারা একথা প্রকাশ করেছেন যা আপনাদের এবং আমাদের মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একে অপরের মাঝে পার্থক্য খোঁজার পরিবর্তে সাদৃশ্যকে আপনারা গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি আপনাদের অত্যন্ত বিনম্রতার পরিচয়। সবশেষে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য আরও একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আশা করি জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে মিলে ভবিষ্যতেও আমরা কাজ করব এবং জামাতের শান্তির বার্তা প্রসারে সহযোগিতা করব।

কুরআন মজীদের শেষ তিনটি সূরার দরস

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে উদিত প্রভাত থেকে লাভবান হওয়া এবং সূরাগুলিতে বর্ণিত দোয়া এবং নিজেদের আমল দ্বারা দাজ্জালের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার উপদেশ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণিত তফসীরের আলোকে এই সূরাগুলির মারেফাতপূর্ণ তফসীর

কতিপয় মসনুন দোয়া এবং হযরত মসীহ মওউ (আ.)-এর ইলহামী দোয়া সম্পর্কে আলোচনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-কর্তৃক প্রদত্ত দরসুল কুরআন, সময়কাল-২৯ শে রমযান, ১৪৪০ হিজরী, ইং ৪ঠা জুন, ২০১৯, মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمۡ مَّا فِی الۡاَرۡضِ وَ الۡفُلۡكَ تَجۡرِیۡ فِی الۡبَحۡرِ بِاَمۡرِهٖ ؕ وَ یُمۡسِكُ السَّمَآءَ اَنۡ تَقَعَ عَلَی الۡاَرۡضِ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ۔ (الحج:66)

তুমি কি দেখ নাই যে, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জাহাজসমূকেও, যেগুলি তাঁহার আদেশে সমূদ্রে চলিতেছে? এবং তিনি আকাশকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উহা তাঁহার আদেশ ছাড়া পৃথিবীতে পড়িয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়। (সূরা হজ্জ, আয়াত:৬৬)

এটি আল্লাহ্ তা'লার করুনা এবং দয়া যে তিনি নভোমণ্ডলকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। অন্যথায় মানুষ যে সব কাজ করছে এবং বিশেষ করে এই যুগে যে সব বিদ্রোহাত্মক আচরণ করছে, আল্লাহকে ভুলে বসেছে, প্রথমত: আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে শরীক তৈরী করেছে, দ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লা অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই। যদি আল্লাহ্ তা'লা চান তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ধৃত করেন, কিন্তু তিনি ছাড় দেন, তিনি ত্বরাপরায়ণ নন। তারা প্রশ্ন করে যে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দেন না কেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি ছাড় দিই ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতে পারি, পৃথিবীতে কাউকে থাকতে দিতাম না। কিন্তু তাঁর অযাচিত দানশীলতা গুণের কারণে তিনি তোমাদেরকে ছাড় দিচ্ছেন। আর তিনি তাড়াহুড়ো করেন না, কারণ তিনি সকল শক্তির আধার। তিনি জানেন, যখন শাস্তি দেওয়ার সময় হবে আমি তাদের ধৃত করতে পারব, আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না, আমার হাত থেকে কেউ পালাতে পারবে না। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেদিক থেকেই তোমরা দেখ আমাকে তোমাদের প্রয়োজন আছে আর এটি আমার অযাচিত দানশীলতা এবং প্রতিপালন গুণের রূপ যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করছি। আর অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারীও তিনিই। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে দাবি করতে পারে যে সে সূর্য থেকে আলোক রশ্মি আনতে পারে, কিম্বা রাত্রিকে দিবসে পরিণত করতে পারে বা দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করতে পারে বা ঝড়-ঝঞ্ঝা রুখে দিতে পারে? জাপান বা আমেরিকা বা অন্য কোন শক্তি যারা নিজেদেরকে উন্নত মনে করে, তারা নিজেদের জাগতিক উপকরণ ও সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই ঝড় তুফান আটকাতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি চাইলে ঝড়ে গতিপথ বদলে দিতে পারেন।

ফিজি পরিদর্শনে আমরা গিয়েছিলাম, তখন সেখানে একদিন ভোরে ফজরের নামাযের পূর্বে পাকিস্তানের নাযির আলা সাহেবের ফোন আসে আর বিবিসি-তে সংবাদ প্রচার হচ্ছিল যে প্রবল সুনামী ধেয়ে আসছে যা ফিজির উপর আছড়ে পড়বে। সর্বত্র তীব্র উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল। আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদের ফোন আসা আরম্ভ হল। নামাযের সময় হয়েছিল, তাই আমি বিশ্রাম কক্ষ থেকে মসজিদে এলাম। মসজিদে নামাযের পূর্বে নামাযীদেরকে আমি বললাম আমরা নামাযে সিজদায় সকলে ঝড়ের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য দোয়া করব। আমি দোয়া করব আর আপনারাও আমার সঙ্গ দিবেন। আমি দোয়া করলাম, আর আল্লাহ্ সেখানেই আমাদেরকে আশ্বস্ত করার উপকরণ সৃষ্টি করলেন। ফিরে এসে জানতে পারলাম ঝড়ের অভিমুখ অন্য দিকে সরে গিয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তার প্রদর্শন যে যেখানে জাগতিক শক্তিগুলি এই ঝড়তে আটকাতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্ যখন চান স্বীয় বান্দাদের দোয়া গ্রহণ করেন, যারা নিষ্ঠাসহকারে তাঁকে মান্য করে, তাঁর ইবাদত করে, তাঁর কথার বাধ্য হয়। আর এই দোয়ার কল্যাণে বৃষ্টিও নাযেল করেন এবং ঝড়ের গতিপথও বদলে দেন এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকেও মুক্তি দেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটিই আমি, আমার সত্তা আর এটিই আমার অস্তিত্বের নিদর্শন। কাজেই অযাচিত দানকারী, বারবার কৃপাকারী, বান্দার প্রশ্নের উত্তরদাতা এবং সকল গুণের অধিকারী আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেন কিন্তু নাস্তিক ও মুশরিকরা তা অনুধাবন করতে পারে না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর মাধ্যমে মোমেনদেরকে বলেছেন, এই শিরক এবং নাস্তিকতার যুগে পৃথিবীকে আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে অবগত কর। আর বর্তমান যুগে মহম্মদী মসীহ্র অনুগত দাসদের কাজ হল এই কাজটিকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা।

এর পরের সূরাটি হল সূরা ফালাক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে এ সম্পর্কে বলেছেন- 'হে মুসলমানেরা! যদি তোমরা সত্য অন্তকরণে খোদা তা'লা এবং তাঁর পবিত্র রসুলের উপর ঈমান আন এবং ঐশী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাক, তবে নিশ্চিত জেনে রেখো যে সাহায্যের সময় এসেগেছে। আর এই কর্মকাণ্ড মানুষের নয়, না মানুষের কোনও পরিকল্পনা এর ভিত্তি রেখেছে। বরং সেই ভোর উদিত হয়েছে, যার সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থাবলীতে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।" খোদা তা'লা বলেন, " খোদা তা'লা অনেক প্রয়োজনের সময় তোমাদেরকে স্মরণ করেছেন।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৪)

এখন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন অবতীর্ণ হওয়া এবং তাঁর ধর্মের জন্য কাউকে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল। অতএব, এই ভোরের উদয় হল। ইমাম রাগিব তাঁর অভিধান পুস্তক মুফরাদাত-এ লেখেন, ফালাক' শব্দের একটি অর্থ সকালও হয়। (মুফরাদাত, ইমাম রাগিব)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সঙ্গেই ভোরের উদয় হয়েছে, কিন্তু এই যুগের দাজ্জালী শক্তিসমূহের অপচেষ্টা থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় আশ্রয়ে আসার জন্য দোয়াও শিখিয়েছেন। ভোর উদিত হয়েছে, কিন্তু দাজ্জালী শক্তি তোমাদেরকে এই ভোরের আলো ও সূর্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে বাধা দেওয়ার চেষ্টায় রত থাকবে। কিন্তু তাদের চেষ্টা সত্ত্বেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ভোর থেকে উদিত হওয়া সেই দিন ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকবে।

আঁ হযরত (সা.), যিনি সীরাজুম মুনীরা (প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ), তাঁর জ্যোতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, শয়তানী শক্তিসমূহ আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তারা চুপ করে বসে থাকবে না। আর আজ আমরা প্রবলভাবে লক্ষ্য করছি যে এরা ছলেবলে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আক্রমণ করছে। মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুসলমান জাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই সতর্কবাণীর প্রতি মনোযোগ দেয় না যে দেখ, ভোর উদিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্মরণ করেছেন, এবিষয়টি ভীষণভাবে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তবুও তোমরা বুঝতে পারছ না। এখন আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ করা সত্ত্বেও যদি তোমরা মনোযোগী না হও, তবে আল্লাহ্ তা'লাও কারো পরোয়া করেন না। আর এবিষয়টির বহিঃপ্রকাশও আমরা এভাবে দেখি যে শাসন ক্ষমতা এবং অন্যান্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এবং মুসলমান উলেমারাও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীতায় উন্মাদ হয়ে চলেছে আর এ দিকে দেখছে না যে আল্লাহ্ তা'লা এদের উপর যে কৃপা করেছেন তা থেকে কিভাবে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া যায়। তারা নিজেদের হীন ষড়যন্ত্র দ্বারা এই সূর্যের আলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। এতে উভয় পক্ষ মিলিত আছে আর একথাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন। প্রথমত এরা দাজ্জালি শক্তি, দ্বিতীয়ত তথাকথিত আলেম সম্প্রদায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে তাঁর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমরা তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারি, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মান্য করার মাধ্যমে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারি, এছাড়া পালানোর কোন পথ নেই। আল্লাহ্ যে নেয়ামতরাজি দান করেছেন, সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে পারি। (খনিজ) তেলের সম্পদকে যদি নিজেদের আমোদ প্রমোদের ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, নিজেদের ঘরবাড়ি, গলি-মহল্লাকে সোনার পাতায় ছেয়ে দেয় আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার সমূহ ও কর্তব্যাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কিম্বা সেগুলির প্রতি যত্নবান না থাকে বা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, সঠিকভাবে প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদান না করে, তবে এই ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। দাজ্জালের কথা শুনে এই সম্পদকে যদি একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে, তবে এর যে যুক্তিগ্রাহ্য পরিণাম হওয়া অনিবার্য ছিল, এক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-9 Thursday, 5 Sep, 2024 Issue No.36

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(২ পাতার পর.....)

যার পরিণামে তার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেল যে কি না হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গালি দিত। এটি একটি নিদর্শন যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। যেরূপ আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম, পাকিস্তানের অবস্থা নিত্যদিনই তো আমাদের সামনে আসে আর এই কারণে অনেকে দেশ থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য দেশেও আহমদী মহিলারা যেভাবে কঠোরতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে তা তাদের এক অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের নমুনা। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে তারা নিজেদের ঈমানকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। এই দৃষ্টান্তগুলি আপনাদেরকে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী করে তোলা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বাংলাদেশের এক ভদ্রমহিলার ঘটনা এটি। বাংলাদেশের মানুষ সচরাচর কমই দেশের বাইরে গেছে। দুই একটি বা খুব নগণ্য সংখ্যক পরিবার ভিন দেশে গেছে। তারা সেভাবে আসেনি যেভাবে পাকিস্তানের মত অবস্থার কারণে এসেছে। যদিও সেখানেও অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপদোন্মুখ আর সেখানেও মানুষ শহীদ হয়েছে। যাইহোক সিদ্দিকা সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করছিলেন। তিনি ২০১১ সালে যুক্তরাজ্যে জলসা সালানার জন্য ছুটির আবেদন দিলে প্রবন্ধকরা তাঁকে প্রথমে ছুটি দিয়ে দেয়, কিন্তু পরে জানতে পারে এই ভদ্রমহিলা আহমদী আর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য এবং জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে, তখন প্রবন্ধকরা তাঁকে জানায় আপনাকে চাকরী থেকে পদত্যাগ করে যেতে হবে, আমরা ছুটি দিব না। একথা শুনে তিনি তৎক্ষণাত পদত্যাগ করেন এবং আমাকে পরে দোয়ার জন্য চিঠিও লেখেন। আমি তাঁকে একথাই লিখেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন আর পূর্বের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করবেন। আমীর সাহেব লেখেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন কৃপা করেছেন যে, দেশে চাকরী সন্ধান করতে গিয়ে অনেকে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা কেবল একটি স্থানেই হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর ইরফানা সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলার ঘটনা উল্লেখ করব যিনি সাহারামপুরের বাসিন্দা। তিনি নিজের স্বামীর এক ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, ২০০৮ সালে আহমদীয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন ও বর্বরতা প্রদর্শিত হয়েছিল তা দেখলে গায়ে কাঁটা দিত। আমি এর সাক্ষী থেকেছি। ২০০৬ সালে আমরা আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি। আমার স্বামীর কাপড়ের দোকান ছিল। প্রায় সময় দুপুরের দিকে তাঁর নতুন আহমদী সঙ্গী সেখানে এসে বসতেন, যিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন। তাদের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা এ সম্পর্কে আলোচনা হত, তর্ক বিতর্ক চলত। তিনি বলেন, আমার স্বামী জামাতে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। সেই সময় প্রায় আট বছর থেকে সাহারামপুরের জামাত ইসলামীর আমীর পদেও নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে তাদের মধ্যে অনেক বেশি তর্ক বিতর্ক হত। ২০০৬ সালে আমার বড় ছেলে কাদিয়ান গিয়ে সেখানে বয়আত করে নেয়। এরপর প্রায় এক বছর পর্যন্ত সে বয়আতের ঘটনা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। যখন আমরা জানতে পারলাম যে যে সে আহমদী হয়ে গেছে, তখন আমার ছোট ছেলেও বয়আত করে নেয়। সে তাকেও চুপিসারে তবলীগ করছিল। এরপর আমার স্বামী ও কিছু আত্মীয় স্বজন কাদিয়ান যিয়ারতের পরিকল্পনা করেন। কাদিয়ান এসে তারা যা কিছু দেখেন এবং অনুভব করেন সে সম্পর্কে বলেন, কাদিয়ান সম্পর্কে যা কিছু আমাদের মৌলবী সাহেবরা বলতেন তা সম্পূর্ণ ভুল বলতেন। বরং আমরা ঠিক এর উল্টোটি দেখছি। সব কিছুই মিথ্যা ছিল, তাতে কোন সারবত্তা ছিল না। কাদিয়ান থেকে ফিরে এসে তিনি আমাদের সামনে কাদিয়ানের প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন যা শুনে আমরা আশ্বস্ত হই। এরপর আমরা সকলে ২০০৮ সালের ২৭শে মে বয়আত করে নিই। এটি সেই দিন ছিল, যেদিন লাহোরে আমাদের দুটি মসজিদে নৃশংসভাবে আহমদীদের শহীদ করে দেয় আর সেই দিনই পুরো পরিবারকে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন।

এরপর তিনি বলেন, আশপাশের লোকেরা আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে। তাদের সন্দেহ হয় যে আমরা আহমদী হয়ে গেছি। সময় যত গড়াতে থাকে তাদের সেই সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হতে থাকে আর বিরোধীতা বাড়তে থাকে। আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা বয়কট করে। লোকেরা আমাদেরকে কাদিয়ানী বলে কটাক্ষ করতে থাকে। ছেলেমেয়েদেরকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করে। মুসলমান দোকানদারেরা আমাদের কাছে মালপত্র বিক্রি বন্ধ করে দেয়। হত্যা ও মারধর করার ধমকি দেওয়া হতে থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচিত হতে থাকে। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। বিরোধীতা ক্রমেই বাড়তে থাকে, কিন্তু এই সব কিছু আমাদের উপর কোন প্রভাব ফেলে নি। আমরা নিজেদের সংকল্প ও ঈমানে অবিচল ছিলাম। আমার ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে অনেক জ্বালাতন করা আরম্ভ হয়। সহপাঠিরা এই বলে উত্যক্ত করত যে তোমরা অর্থের লোভে বয়আত করেছ। সেই সব ছাত্রদেরকে স্কুলের শিক্ষক ও কিছু মৌলবী শিখিয়ে রেখেছিল যে এরা টাকার জন্য নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে যাতনা দেওয়া হচ্ছিল। ছেলেমেয়েদের বাইরে বেরনো কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা সকলে উদ্বিগ্ন ছিলাম। স্কুল যাওয়া, টিউশনে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীরা সামাজিক বয়কট করে। কেউ কথা বলত না। মোটকথা তাদেরকে যাতনা দেওয়ার কোন পন্থায় তারা বাদ রাখে নি। স্বামীর সঙ্গেও দোকানদারেরা দুর্ব্যবহার করা আরম্ভ করে। তাঁর দোকানের সামনে কয়েকজনকে পাহারায় নিযুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে কোন আত্মীয়স্বজন আমাদের বাড়িতে আসতে না পারে। মুসলমানেরা আমাদের দোকান থেকে মালপত্র নেওয়া বন্ধ করে দেয় যার কারণে আমাদের দোকানের ব্যবসা ক্রমশ গুটিয়ে আসছিল। আমার স্বামী বাড়ি ফিরে সারা দিনের ঘটনা বৃতান্ত আমাদেরকে শোনাতেন। একরাতে প্রায় বারোটার সময় আমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, পাড়ার একটি ছেলে চিৎকার বলে তোমাদের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির সমস্ত পুরুষ সদস্য দ্রুত পায়ে দোকানের দিকে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে আগুন জ্বলছে। যাইহোক ফায়ার ব্রিগেড এসে তা নেভানোর কাজে লেগে যায়। আল্লাহ্‌র কৃপায় খুব বেশি ক্ষতি হয় নি। এই সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা নিজেদের ঈমানে অটল ছিলাম আর জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিরোধীতার কারণে কখনই আমাদের মনে এই ধারণা উঁকি দেয় নি যে আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে আমাদের উপর এই অত্যাচার হচ্ছে। বিরোধীতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের ঈমানও ততটাই দৃঢ় হয়েছে। শহরের মৌলবীরা দিন রাত আমাদের বিরুদ্ধে জলসা করতে ব্যস্ত ছিল। তারা লোকেদের আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছিল। ভারতে হওয়া সত্ত্বেও শহরের একটি বিরাট জনসংখ্যা মুসলিম ছিল। কিছু অংশ হিন্দুদের ছিল আর মুসলমান এলাকায় যতটা বিরোধীতা হওয়া সম্ভব ছিল তা হয়েছে। একরাতে বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট জলসার আয়োজন করে। শহর জুড়ে লাউড স্পীকারে সাহায্যে জলসা শোনানোর ব্যবস্থা করা হয় আর তাতে অনেক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা হয়।

সেই রাতেই আমরা খবর পাই যে, বিরোধীরা আফযাল নামে এক আহমদীর বাড়িতে হামলা করেছে এবং তাকে প্রচন্ড মারধর করেছে। তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। এরপর সাহারামপুরে যতগুলি আহমদী পরিবার ছিল একে একে সবার উপর আক্রমণ হয়। পরের দিন জুমার পর বিরোধীরা আমাদের বাড়িতেও চড়াও হয়। হামলাকারীরা আমাদের বিরুদ্ধে নারা দিচ্ছিল। সেই সময় আমি বাড়িতে একা ছিলাম। আমি ছেলে মেয়েদেরকে বাড়ির পিছনের ঘরে লুকিয়ে দিই। আমার দেওয়রের বাড়িতে বিরোধীরা ঢুকে অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করে।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir